গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সেগুনবাগিচা, ঢাকা
www.bkkb.gov.bd

বিষয়:	:	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী**
সভাপতি	:	জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	:	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখ, বুধবার বেলা ১০.৩০ টা
স্থান	:	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা এর সম্মেলনকক্ষ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট- ক

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক (সচিব) ও বোর্ডের সদস্য সচিব- কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি: ০১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩৪তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন বোর্ডের ৩৪তম বোর্ড সভা **৩০ অক্টোবর ২০২২** তারিখ রবিবার বেলা ১২:০০ টায় সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা করা হয়েছে। সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নিকট হতে কোনরূপ সংশোধনী/মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এ পর্যায়ে মহাপরিচালক সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ৩৪ তম সভার বিবিধ আলোচনার ৫.০ (খ) অংশে বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার আলোচ্য বিষয়ে “ভিআইপি লাউঞ্জ এর প্রাধিকারপ্রাপ্ত পিআরএল ভোগরত কর্মকর্তাবৃন্দের পক্ষে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর একটি সফটওয়্যার ভিত্তিক আবেদন ফরম এর মাধ্যমে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণপূর্বক সেবা প্রদানের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়”। ইতিমধ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রাধিকারপ্রাপ্ত ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পিআরএল ভোগরত কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণও এ সেবার আওতাভূক্ত হওয়া প্রয়োজন বিধায় ৫.০ (খ) সিদ্ধান্তে কিছুটা পরিবর্তন এনে পিআরএল ভোগরত ও অবসরপ্রাপ্ত প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংযোজন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। অতঃপর অন্য কোন সংশোধনী/মন্তব্য না থাকায় ৩৪ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর বর্ণিত সিদ্ধান্ত সংশোধনপূর্বক দৃঢ়করণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি: ০২। ৩৪তম বোর্ড সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

সভায় **৩০ অক্টোবর ২০২২** তারিখ রবিবার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ৩৪তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মতিঝিল দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকায় বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প:** স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে নকশা পর্যালোচনা করে ভবনের ডান দিকে অতিরিক্ত একটি এক্সিট, গ্রাউন্ড ফ্লোরে গাড়িচালকদের জন্য টয়লেট, বেইজমেন্টে গাড়িচালকদের বসার ব্যবস্থা, মোট ফ্লোরস্পেস বৃদ্ধিসহ স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক পুনর্গঠিত নকশা ১৯ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভার নির্দেশনা অনুযায়ী স্থাপত্য অধিদপ্তর নকশা সংশোধনপূর্বক অত্র কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। সংশোধিত নকশা পাওয়ার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে পর্যালোচনা সভা করে পূর্ণাঙ্গ নকশা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে সংশোধিত নকশা পাওয়ার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে পর্যালোচনা সভা করে পূর্ণাঙ্গ নকশা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।
২.২	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চট্টগ্রাম আগ্রাবাদে		

	বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণে প্রয়োজনীয় সরকারি অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম থাকায় বিকল্প পদ্ধতিতে বহুতল ভবন নির্মাণের বিষয়ে বোর্ডের ৩০তম সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সুপারিশ হলো "যেহেতু খুব সহসাই বহুতল শপিং মল কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম সেহেতু কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কনসালটেন্ট ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতঃ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে শপিংমল কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। ৮ম তলা পর্যন্ত যেহেতু মার্কেট হবে সেহেতু সালামির মাধ্যমে দোকানের পজিশন হস্তান্তর পূর্বক প্রদত্ত অর্থ দিয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে সাইট ইঞ্জিনিয়ারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ডেপুটেশনে নিয়োগ অথবা আউটসোর্সিং করা যেতে পারে।	স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নকশা পর্যালোচনা করে দ্রুততার সাথে ডিপিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর। (৩) পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
২.৩	শেরেবাংলা নগরস্থ কমিউনিটি সেন্টার বোর্ডের উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে র‍্যাবের নিকট থেকে বোর্ড এর নিকট হস্তান্তর: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখ চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে দখল হস্তান্তরের অনুরোধ জানানো হয়েছে। নিরাপত্তা ও জনস্বার্থের সম্পৃক্ততা বিবেচনায় চুক্তির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত নবায়নের জন্য র‍্যাব-২ অনুরোধ জানিয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে (ক) চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ১০ জানুয়ারি, ২০২৩ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) র‍্যাবের নিকট থেকে কমিউনিটি সেন্টারের দখলস্বত্ব বোর্ড এর নিকট হস্তান্তরের জন্য ২৯ জানুয়ারি, ২০২৩ জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	র‍্যাবের নিকট থেকে কমিউনিটি সেন্টারের দখলস্বত্ব বোর্ড এর নিকট হস্তান্তরের জন্য পত্র যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২.৪	রংপুর, ময়মনসিংহ ও বরিশাল এ বোর্ডের মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্য খাস জমি বরাদ্দ/জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত: (ক) ভূমি মন্ত্রণালয় হতে বোর্ডের অনুকূলে প্রতিটি বিভাগে অকৃষি/খাস জমি প্রতীকী মূল্যে বরাদ্দের আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য মহাপরিচালক কর্তৃক সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে বোর্ডের অনুকূলে অকৃষি/খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারের সুপারিশের আলোকে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণের জন্য জেলা প্রশাসক, রংপুরকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ অনুরোধ জানানো হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, রংপুর কর্তৃক ০২ নভেম্বর, ২০২২ তারিখ সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে জানানো হয় যে, বাংলাদেশ বেতারের	বাংলাদেশ বেতার, রংপুর এর অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত ভূমি রিজিউম করে অপরাপর সংস্থাকে যেভাবে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর অনুকূলে প্রতীকী মূল্যে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, রংপুর বরাবর পত্র	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; (৩) জেলা প্রশাসক, রংপুর।

	৪৬৭১ নম্বর দাগের ০.৬৬ একর জমি নতুন ভাবে রিজিউম করা অথবা আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হলে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুরের অনুকূলে অকৃষি খাসজমি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে। উল্লেখ্য, রংপুর সদর উপজেলাধীন রাধাবল্লভ মৌজার জেএল নম্বর ৯২ এসএ ০১ খতিয়ানভূক্ত ২৬৯০ দাগের ৩১.৭৩ একর জমির মধ্যে ০.৬৬ একর অকৃষি খাস জমি ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ০৬ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে ১,০০১/- (এক হাজার এক) টাকা প্রতীকীমূল্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের খাসজমি-১ অধিশাখার ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪০.৪১. ০১৬.১৯.২২৫ নং স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা এর অনুকূলে ইত:পূর্বে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদানকৃত উল্লিখিত ০.৬৬ একর অকৃষি খাস জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হয়।	প্রেরণ করতে হবে।	
	(খ) বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহে মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্য জমি বরাদ্দের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ জানান যে, ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্য ভূমি বরাদ্দের বিষয়ে ২১ এপ্রিল, ২০২২ তারিখ বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ-কে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ পুনরায় তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে ।	(খ) বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয়সহ অন্যান্য সরকারি অফিসভবন ব্রক্ষ্মপুত্র নদের তীরে স্থাপনের বিষয়ে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত স্থানে বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহের মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্য জমি বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখতে হবে।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; (২) বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ; (৩) পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ।
	(গ) বরিশাল সদর উপজেলাধীন জে.এল ৪৮ নম্বর আমানতগঞ্জ মৌজার ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত এস.এ. ৭৯৫ নম্বর দাগের ১.০০ (এক) একর খাস জমিতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল এর মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের বিষয়ে পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখের পত্রে উল্লেখ করেছেন যে, বিভাগীয় প্রশাসন হতে তিনি অবগত হয়েছেন, "প্রস্তাবিত ভূমি পূর্বে নাল দেখানো হলেও এটি সারা বছরই ১০-১২ ফুট পানিতে নিমজ্জিত থাকে। জমির পাশে একটি হাঁস-মুরগির খামার রয়েছে যা হতে দুর্গন্ধ ছড়ায়। এছাড়া বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক উক্ত জলাশয় ভরাটের বিষয়ে তীব্র আপত্তি রয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় প্রস্তাবিত ভূমিটি মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের জন্য উপযুক্ত নয়"। পরবর্তীতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক জেলা প্রশাসক, বরিশালের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)- কে নতুন করে খাস জমি বরাদ্দ প্রদানের জন্য তাৎক্ষণিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	(গ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল এর মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের বিষয়ে পূর্বের স্থানের পরিবর্তে দ্রুত বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; (২) বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল; (৩) পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল; (৪) জেলা প্রশাসক, বরিশাল।

২.৫	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প: বোর্ডের খুলনাস্থ কমিউনিটি সেন্টারটি দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় সংস্কারপূর্বক ব্যবহার করা ঝুঁকিপূর্ণ মর্মে প্রকৌশলীবৃন্দ মতামত প্রদান করেছেন। উক্ত স্থানে নতুন ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ে নকশা প্রণয়নসহ প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরির কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, খুলনা জোড়াগেটস্থ বোর্ডের কমিউনিটি সেন্টার কাম অডিটরিয়ামের পাশে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, খুলনা'' স্থাপনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৯ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নভোথিয়েটারের মহাপরিচালক- কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভায় "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, খুলনা" এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড উভয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপনাসমূহ খুলনা-যশোর মহাসড়ক হতে সর্বোচ্চ দৃশ্যমান এবং ভবনের সামনে পর্যাপ্ত খালি জায়গা রেখে নভোথিয়েটারের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান অর্জন ও ভবনের শৈল্পিক ও নান্দনিক সৌন্দর্য বিবেচনায় নিয়ে স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা হয়। পরবর্তীতে মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ১৭ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখ উক্ত জায়গা পরিদর্শনপূর্বক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ০১। ''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, খুলনা'' ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কল্যাণ ভবন শীর্ষক প্রকল্প দুটি দৃষ্টিনন্দন, দর্শনীয় এবং জনগণের নিকট সহজে দৃষ্টিগোচর হতে হবে। ০২। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনার সভাপতিত্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, স্থাপত্য অধিদপ্তর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সভা আহবান করা যেতে পারে।	বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; (৩) বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা।
২.৬	বান্দরবান জেলা শহরে কল্যাণ বোর্ডের ১.০০ (এক) একর জমিতে রেস্টহাউস কাম রিসোর্ট নির্মাণ: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মালিকানাধীন বান্দরবান জেলার সদর উপজেলাধীন বান্দরবান মৌজায় ০১.০০ একর ভূমির যৌথ জরিপ তথা পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করবেন।	জেলা প্রশাসক, বান্দরবান সীমানা চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; (২) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম; (৩) পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম; (৪) জেলা প্রশাসক, বান্দরবান।

২.৭	পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় রেস্টহাউস কাম রিসোর্ট নির্মাণের জন্য ভূমি বরাদ্দের ব্যবস্থা: জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী কর্তৃক প্রতীকী মূল্যে ০.৬৯ একর ভূমি বরাদ্দের প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ১০ অক্টোবর, ২০২২ তারিখ বিভিন্ন তথ্যাদিসহ পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী হতে ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখ অকৃষি খাস জমি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	ভূমি মন্ত্রণালয়- কে সংশ্লিষ্ট ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২.৮	সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিশুদের পুর্ণবাসন কেন্দ্র স্থাপন: গাজীপুর জেলার পানিসাইল মৌজার ৩.৭০২৫ একর জমির সিমেন্টের খুটিসহ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য ২৫ অক্টোবর, ২০২২ তারিখ জেলা প্রশাসক, গাজীপুর হতে ৬,৯৯,২০০/- (ছয় লাখ নিরান্নব্বই হাজার দুইশত) টাকার প্রাক্কলন পাওয়া যায়। এছাড়া বোর্ডের মহাপরিচালক উক্ত স্থান পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ভূমিটি পার্শ্বস্থ চন্দ্রা-নবীনগর রোড থেকে অনেক নিচু হওয়ায় মাটি ভরাটের জন্য সম্ভাব্য প্রাক্কলন চেয়ে জেলা প্রশাসক, গাজীপুরকে অনুরোধ করা হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুর হতে ২৪ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখ ১,৩৬,৪৮,৪২৪/- (এক কোটি ছত্রিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার চারশত চব্বিশ) টাকার মাটি ভরাটের ব্যয় প্রাক্কলন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত ভূমির সীমানায় সিমেন্টের খুঁটিসহ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ এবং মাটি ভরাটের জন্য মোট (১,৩৬,৪৮,৪২৪ + ৬,৯৯,২০০/-) = ১,৪৩,৪৭,৬২৪/- (এক কোটি তেতাল্লিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত চব্বিশ) টাকার ব্যয় অনুমোদনপূর্বক নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে: (ক) উল্লিখিত কাজ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে সরাসরি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা যেতে পারে। (খ) জেলা প্রশাসক, গাজীপুর এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, বন্দোবস্তকৃত জমির মাঝখানে ব্যক্তি মালিকাধীন জমি রয়েছে। উক্ত ব্যক্তি মালিকাধীন জমির অধিগ্রহণের বিষয়ে ৩০ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় "ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ করা হবে কিনা তা ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্নের পর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে এবং বন্দোবস্তকৃত জমির সাথে ব্যক্তি মালিকনাধীন জমির বিনিময় করা যায় কিনা সে বিষয়টিও মহাপরিচালক (সচিব) কল্যাণ বোর্ড পর্যালোচনা করবেন"।	বন্দোবস্তপ্রাপ্ত জমির মাঝখানে ব্যক্তি মালিকনাধীন যে জমি রয়েছে তা ভূমি মালিকের সাথে যোগাযোগক্রমে সরাসরি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জমির মালিকের নিকট হতে সরাসরি ভূমি ক্রয় করা সম্ভব না হলে সমপরিমাণ জমি জেলা প্রশাসক এর নিকট হতে অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে বরাদ্দ পাওয়া সাপেক্ষে জমির মালিকের সাথে এটি বিনিময় করা যেতে পারে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; (৩) জেলা প্রশাসক, গাজীপুর।
২.৯	মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার ও পার্শ্ববর্তী জরাজীর্ণ ভবনের স্থলে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ:		

	মতিঝিলে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার সংলগ্ন একটি দ্বিতল ভবন রয়েছে। দীর্ঘদিন ভবনটি বোর্ডের বেদখলে থাকার পর তা বোর্ডের দখলে নেয়া হয়েছে। ভবনটিকে ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হলে একটি প্রতিনিধি দল উক্ত ভবন সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ভবনটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ এবং ব্যবহার অনুপযোগী। অন্যদিকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কমিউনিটি সেন্টারের অবকাঠামো অবস্থাও নাজুক। সংস্কারপূর্বক ব্যবহার উপযোগী করা আর্থিক বিবেচনায় সাশ্রয়ী নয়। তদপরিবর্তে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কমিউনিটি সেন্টার এবং পার্শ্ববর্তী জরাজীর্ণ ভবনের স্থানে একটি বহুতল (১০তলা) ভবন নির্মাণ করা হলে বহুমূখী ব্যবহারসহ বোর্ডের আয় বৃদ্ধি পাবে। ইতোমধ্যে উক্ত স্থানে ২টি বেইজমেন্টসহ ১০তলা ভবন নির্মাণের বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে ১টি নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। ১১ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখ ২টি বেইজমেন্টসহ ১০তলা ভবনের নকশা, প্রাক্কলন, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন, জরিপ বিবরণী, পুরাতন স্থাপনা অপসারণ সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ স্থাপত্য ও কাঠামোগত নকশা দ্রুত প্রণয়ণের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে এবং ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরকে ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে পূর্ণাঙ্গ স্থাপত্য ও কাঠামোগত নকশা সংগ্রহ করে দ্রুততম সময়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর; (৩) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।
২.১০	চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে প্রবীণ নিবাস (বৃদ্ধাশ্রম) ও সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবাসিক সুবিধা সম্বলিত মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের নীতিগত অনুমোদন প্রদান: চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে প্রবীণ নিবাস (বৃদ্ধাশ্রম) নির্মাণ এর জন্য চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন জঙ্গাল সলিমপুর মৌজায় ১০ (দশ) একর সরকারি জমি প্রতীকী মূল্যে বরাদ্দ চেয়ে ২৫ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রামকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জঙ্গাল সলিমপুর মৌজার খাস জমি সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম কর্তৃক একটি মহাপরিকল্পনা করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জমির প্রাপ্তির বিষয়টি অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। (খ) সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের আবাসিক সুবিধা সম্বলিত মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন জঙ্গাল সলিমপুর মৌজায় ১০ (দশ) একর সরকারি জমি প্রতীকী মূল্যে বরাদ্দ চেয়ে ২৫ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রামকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জঙ্গাল সলিমপুর মৌজার খাস জমি সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম কর্তৃক একটি মহাপরিকল্পনা করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জমির প্রাপ্তির বিষয়টি অগ্রাধিকার তালিকাভূক্ত করা হয়েছে মর্মে জানা যায়।	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন জঙ্গাল সলিমপুর মৌজায় নূন্যতম ২০ (বিশ) একর সরকারি জমি প্রতীকী মূল্যে বরাদ্দ পাওয়া গেলে ১০ (দশ) একর জায়গায় প্রবীণ নিবাস (বৃদ্ধাশ্রম) নির্মাণসহ অবশিষ্ট ১০ (দশ) একর জায়গায় সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের আবাসিক সুবিধা সম্বলিত মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; (২) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম; (৩) পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম; (৪) জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
২.১২	(গ) ফিজিওথেরাপি সেন্টার স্থাপন: কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকার ফিজিওথেরাপি গ্রহণ করতে হয়।	ফিজিওথেরাপি সেবা চালুর জন্য বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

	বর্তমানে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য কোন ফিজিওথেরাপি সেন্টার চালু নেই। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির একটি ফিজিওথেরাপি সেন্টার রয়েছে যা চাহিদা পূরণে অপ্রতুল। এমতাবস্থায়, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ে কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধায়নে একটি ফিজিওথেরাপি সেন্টার চালুর বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ইতিমধ্যে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি ভবনে ফিজিওথেরাপি সেবা চালুর জন্য বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি কর্তৃক ভ্যাটসহ ৩২,৮৭,১০০/- (বত্রিশ লাখ সাতাশি হাজার একশত) টাকার ব্যয় প্রাক্কলন সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত সেবা কার্যক্রম চালুর ব্যয় প্রাক্কলন ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।	সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি কর্তৃক ভ্যাটসহ ৩২,৮৭,১০০/- (বত্রিশ লাখ সাতাশি হাজার একশত) টাকার ব্যয় প্রাক্কলন ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হয়।	

০৩। কল্যাণ তহবিলের মাসিক চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমানে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন হতে মূলবেতনের ১% হারে মাসে সর্বোচ্চ ১৫০/- টাকা কল্যাণ চাঁদা এবং ১-১০ গ্রেডের কর্মকর্তাদের মূলবেতনের ০.৭০% হারে মাসে সর্বোচ্চ ১০০/- টাকা যৌথবীমা প্রিমিয়াম কর্তন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমা প্রিমিয়াম হতে নিম্নবর্ণিত পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়:

খাতের নাম	আয়ের পরিমাণ
কল্যাণ তহবিলের চাঁদা	১২৩,১৪,৯১,০০০/-
যৌথবীমা প্রিমিয়াম (১-১০ গ্রেড)	৩০,৩৩,২৮,০০০/-

কল্যাণ তহবিলের প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা বাৎসরিক ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা হিসেবে সাধারণ চিকিৎসা অনুদান, কর্মচারীর মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের সদস্যকে মাসিক ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা হারে কল্যাণ ভাতা, ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা হারে দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান এবং ৩,৫০০/- টাকা হতে ৫,৫০০/- টাকা হারে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। অন্যদিকে, যৌথবীমা প্রিমিয়াম হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা কর্মচারীর মৃত্যুতে (কর্মরত অথবা পিআরএল ভোগরত অবস্থায়) তাঁর পরিবারের সদস্যকে এককালীন ২,০০,০০০/- (দুই লাখ) টাকা প্রদান করা হয়। কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল হতে প্রদত্ত অনুদানের এ হার বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত নয়। কাজেই অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হলে কল্যাণ চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, কল্যাণ তহবিলের চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০১৮ এর ধারা- ১৫ তে "মাসিক চাঁদা হিসাবে প্রত্যেক কর্মচারীকে তাঁহার বেতন হইতে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ কর্তনপূর্বক কর্মচারী কলাণ তহবিলে জমা করিতে হইবে" মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে কল্যাণ তহবিলের মাসিক সর্বোচ্চ চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে "মূলবেতনের ১% কিন্তু সর্বোচ্চ ১৫০/- টাকা" উল্লেখ করে **<u>০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯</u>** তারিখ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। উক্ত নির্দেশনামতে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। সর্বশেষ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এই খাতে প্রাপ্ত চাঁদার পরিমাণ ১২৩,১৪,৯১,০০০/- টাকা। চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে মূলবেতনের ১% কিন্তু সর্বোচ্চ ১৫০/- টাকা কর্তনের বিষয় সংশোধন করে মূলবেতনের ১% কিন্তু সর্বোচ্চ ৪০০/- টাকা (যা পূর্বের ১৫০/- টাকার তুলনায় ১৬৭% বেশী) অথবা শুধুমাত্র মূলবেতনের ১% হারে চাঁদা আদায় করা হলে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা হতে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে অনুদানের পরিমাণও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে কর্মচারীদের নিকট হতে গ্রেডভিত্তিক কল্যাণ তহবিলের **সম্ভাব্য** চাঁদা আদায়ের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

গ্রেড	সংখ্যা	মূলবেতন (গানিতিক গড় ভিত্তিতে)	গানিতিক গড় ভিত্তিতে মূলবেতনের ১% কিন্তু সর্বোচ্চ ৪০০ টাকা হারে সম্ভাব্য কল্যাণ তহবিলের চাঁদা (মাসিক)	গানিতিক গড় ভিত্তিতে মূলবেতনের ১% কিন্তু সর্বোচ্চ ৪০০ টাকা হারে সম্ভাব্য কল্যাণ তহবিলের চাঁদা (বাৎসরিক)	গানিতিক গড় ভিত্তিতে মূলবেতনের ১% হারে সম্ভাব্য কল্যাণ তহবিলের চাঁদা (মাসিক)	গানিতিক গড় ভিত্তিতে মূলবেতনের ১% হারে সম্ভাব্য কল্যাণ তহবিলের চাঁদা (বাৎসরিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রির মূখ্য সচিব ও সমমর্যাদার কর্মকর্তা	৩	৮৬০০০	১২০০	১৪৪০০	২৫৮০	৩০৯৬০
সিনিয়র সচিব	১৮	৮২০০০	৭২০০	৮৬৪০০	১৪৭৬০	১৭৭১২০
সচিব ও গ্রেড-১	২১৭	৭৮০০০	৮৬৮০০	১০৪১৬০০	১৬৯২৬০	২০৩১১২০
গ্রেড-২	৭৯৮	৭১১৪৮	৩১৯২০০	৩৮৩০৪০০	৫৬৭৭৬১.০৪	৬৮১৩১৩২.৪৮
গ্রেড-৩	২৩০২	৬৫০৯৬	৯২০৮০০	১১০৪৯৬০০	১৪৯৮৫০৯.৯২	১৭৯৮২১১৯.০৪
গ্রেড-৪	৬৮২১	৬০০৪১	২৭২৮৪০০	৩২৭৪০৮০০	৪০৯৫৩৯৬.৬১	৪৯১৪৪৭৫৯.৩২
গ্রেড-৫	১০৯৫৭	৫৫৪৪৫	৪৩৮২৮০০	৫২৫৯৩৬০০	৬০৭৫১০৮.৬৫	৭২৯০১৩০৩.৮
গ্রেড-৬	২০৪০৬	৪৯৭২৬	৮১৬২৪০০	৯৭৯৪৮৮০০	১০১৪৭০৮৭.৫৬	১২১৭৬৫০৫০.৭
গ্রেড-৭	১৬৬৯৪	৪২৫৩৯	৬৬৭৭৬০০	৮০১৩১২০০	৭১০১৪৬০.৬৬	৮৫২১৭৫২৭.৯২
১-৭ গ্রেড পর্যন্ত মোট	**৫৮২১৬**		**২,৩২,৮৬,৪০০/-**	**২৭,৯৪,৩৬,৮০০/-**	**২,৯৬,৭১,৯২৪/-**	**৩৫,৬০,৬৩,০৯৩/-**
গ্রেড-৮	২৪৩০১	৩৭০১২	৮৯৯৪২৮৬.১২	১০৭৯৩১৪৩৩.৪	৮৯৯৪২৮৬.১২	১০৭৯৩১৪৩৩.৪
গ্রেড-৯	৭১০৯৯	৩৩৬৩৮	২৩৯১৬২৮১.৬২	২৮৬৯৯৫৩৭৯.৪	২৩৯১৬২৮১.৬২	২৮৬৯৯৫৩৭৯.৪
গ্রেড-১০	১৩৬২৫০	২৫৭৭৩	৩৫১১৫৭১২.৫	৪২১৩৮৮৫৫০	৩৫১১৫৭১২.৫	৪২১৩৮৮৫৫০
৮-১০ গ্রেড পর্যন্ত মোট	**২৮৯৮৬৬**		**৯,১৩,১২,৬৮০/-**	**১০৯,৫৭,৫২,১৬৩/-**	**৬,৮০,২৬,২৮০/-**	**৮১,৬৩,১৫,৩৬৩/-**
গ্রেড-১১	৮৬২২৩	২০১৫২	১৭৩৭৫৬৫৮.৯৬	২০৮৫০৭৯০৭.৫	১৭৩৭৫৬৫৮.৯৬	২০৮৫০৭৯০৭.৫
গ্রেড-১২	৮২৭০৮	১৮১৯৭	১৫০৫০৩৭৪.৭৬	১৮০৬০৪৪৯৭.১	১৫০৫০৩৭৪.৭৬	১৮০৬০৪৪৯৭.১
গ্রেড-১৩	২৩৩৭৭৯	১৭৭২৬	৪১৪৩৯৬৬৫.৫৪	৪৯৭২৭৫৯৮৬.৫	৪১৪৩৯৬৬৫.৫৪	৪৯৭২৭৫৯৮৬.৫
গ্রেড-১৪	১০২২৯২	১৬৪৫৫	১৬৮৩২১৪৮.৬	২০১৯৮৫৭৮৩.২	১৬৮৩২১৪৮.৬	২০১৯৮৫৭৮৩.২
গ্রেড-১৫	৫৮৩২৮	১৫১৭৫	৮৮৫১২৭৪	১০৬২১৫২৮৮	৮৮৫১২৭৪	১০৬২১৫২৮৮
গ্রেড-১৬	৭১২২৩	১৪৯৯৪	১০৬৭৯১৭৬.৬২	১২৮১৫০১১৯.৪	১০৬৭৯১৭৬.৬২	১২৮১৫০১১৯.৪
গ্রেড-১৭	১৭১৭৬৬	১৪৫৩৭	২৪৯৬৯৬২৩.৪২	২৯৯৬৩৫৪৮১	২৪৯৬৯৬২৩.৪২	২৯৯৬৩৫৪৮১
গ্রেড-১৮	১৯৭৮৩	১৪২০১	২৮০৯৩৮৩.৮৩	৩৩৭১২৬০৫.৯৬	২৮০৯৩৮৩.৮৩	৩৩৭১২৬০৫.৯৬
গ্রেড-১৯	২২৬৭০	১৩০২৭	২৯৫৩২২০.৯	৩৫৪৩৮৬৫০.৮	২৯৫৩২২০.৯	৩৫৪৩৮৬৫০.৮
গ্রেড-২০	৪০৯২৪	১২৬৬০	৫১৮০৯৭৮.৪	৬২১৭১৭৪০.৮	৫১৮০৯৭৮.৪	৬২১৭১৭৪০.৮
১১-২০গ্রেড পর্যন্ত মোট	**৮৮৯৬৯৬**		**১৪,৬১,৪১,৫০৫/-**	**১৭৫,৩৬,৯৮,০৬০/-**	**১৪,৬১,৪১,৫০৫/-**	**১৭৫,৩৬,৯৮,০৬০/-**
মোট=	**১১৭৯৫৬২**		**২৩,৭৪,৫৪,১৮৫/-**	**২৮৪,৯৪,৫০,২২৩/-**	**২৪,৩৮,৩৯,৭১০/-**	**২৯২,৬০,৭৬,৫১৭/-**

(১) উপরোক্ত ছক অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূলবেতনের ১% কিন্তু সর্বোচ্চ ৪০০/- (চারশত) টাকা (যা পূর্বের ১৫০/- টাকার তুলনায় ১৬৭% বেশী) হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা আদায় করা হলে বর্তমানে প্রাপ্ত অর্থের তুলনায় আনুমানিক (২৮৪,৯৪,৫০,২২৩ - ১২৩,১৪,৯১,০০০) =১৬১,৭৯,৫৯,২২৩/- টাকা বেশী পাওয়া যাবে, যা পূর্বের প্রাপ্তির তুলনায় (১৬১,৭৯,৫৯,২২৩ / ১২৩,১৪,৯১,০০০ X ১০০) =১৩১.৪০% বেশী। এতে কল্যাণ তহবিল হতে সেবার পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

(২) উপরোক্ত ছক অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূলবেতনের ১% হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা আদায় করা হলে বর্তমান প্রাপ্ত অর্থের তুলনায় আনুমানিক (২৯২,৬০,৭৬,৫১৭ - ১২৩,১৪,৯১,০০০) =১৬৯,৪৫,৮৫,৫১৭/- টাকা বেশী পাওয়া যাবে, যা পূর্বের প্রাপ্তির তুলনায় (১৬৯,৪৫,৮৫,৫১৭ / ১২৩,১৪,৯১,০০০ X ১০০) =১৩৭.৬০% বেশী। ফলে কল্যাণ তহবিল হতে সেবার পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

(৩) উপরোক্ত ছক অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূলবেতনের ১% হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা এবং মূলবেতনের ১% কিন্তু সর্বোচ্চ ৪০০/- (চারশত) টাকা হারে আদায়কৃত কল্যাণ তহবিলের চাঁদার মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ (২৯২,৬০,৭৬,৫১৭ - ২৮৪,৯৪,৫০,২২৩)

=৭,৬৬,২৬,২৯৪/- টাকা। ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের সংখ্যা বেশী এবং তাঁদের মূলবেতন কম হওয়ায় মোট চাঁদা বৃদ্ধির পার্থক্যের পরিমাণ কম পরিলক্ষিত হয়।

অন্যদিকে, যৌথবীমা তহবিলের প্রিমিয়াম আদায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০১৮ এর ধারা- ১৭ তে "চাকুরিরত অবস্থায় কোন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করিলে, এই আইন ও বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে, তাঁহার পরিবারকে বীমা বাবদ বোর্ডের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদান করা হইবে" মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে যৌথবীমা তহবিলের প্রিমিয়াম এর মাসিক সর্বোচ্চ প্রিমিয়াম আদায়ের ক্ষেত্রে "মূলবেতনের ০.৭০% কিন্তু সর্বোচ্চ ১০০/- টাকা" উল্লেখ করে **০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯** তারিখ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। উক্ত নির্দেশনামতে ১-১০ গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের নিকট হতে যৌথবীমা তহবিলের প্রিমিয়াম আদায় করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১-১০ গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তারদের নিকট হতে যৌথবীমা তহবিলের প্রিমিয়াম বাবদ প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ৩০,৩৩,২৮,০০০/- টাকা। প্রিমিয়াম আদায়ের ক্ষেত্রে মূলবেতনের ০.৭০% কিন্তু সর্বোচ্চ ১০০/- টাকা কর্তনের বিষয় সংশোধন করে মূলবেতনের ০.৭০% কিন্তু সর্বোচ্চ ২৫০/- টাকা (যা পূর্বের ১০০/- টাকার তুলনায় ১৫০% বেশী) অথবা শুধুমাত্র মূলবেতনের ০.৭০% হারে প্রিমিয়াম আদায় করা হলে যৌথবীমা তহবিলের প্রিমিয়াম হতে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে অনুদানের পরিমাণও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে কর্মকর্তাদের নিকট হতে গ্রেডভিত্তিক যৌথবীমা তহবিলের **সম্ভাব্য** প্রিমিয়াম আদায়ের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরুপ:

গ্রেড	সংখ্যা	মূলবেতন (গাণিতিক গড় ভিত্তিতে)	মিনভিত্তিতে মূলবেতনের ০.৭০% হারে সর্বোচ্চ ২৫০/- টাকা হারে যৌথবীমা প্রিমিয়াম বাবদ সম্ভাব্য প্রাপ্ত অর্থ (মাসিক)	মিনভিত্তিতে মূলবেতনের ০.৭০% হারে সর্বোচ্চ ২৫০/- টাকা হারে যৌথবীমা প্রিমিয়াম বাবদ সম্ভাব্য প্রাপ্ত অর্থ (বাৎসরিক)	গাণিতিক গড় ভিত্তিতে মূলবেতনের ০.৭০% হারে যৌথবীমা প্রিমিয়াম বাবদ সম্ভাব্য প্রাপ্ত অর্থ (মাসিক)	গাণিতিক গড় ভিত্তিতে মূলবেতনের ০.৭০% হারে যৌথবীমা প্রিমিয়াম বাবদ সম্ভাব্য প্রাপ্ত অর্থ (বাৎসরিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রির মূখ্য সচিব ও সমমর্যাদার কর্মকর্তা	৩	৮৬০০০	৭৫০	৯০০০	১৮০৬	২১৬৭২
সিনিয়র সচিব	১৮	৮২০০০	৪৫০০	৫৪০০০	১০৩৩২	১২৩৯৮৪
সচিব ও গ্রেড-১	২১৭	৭৮০০০	৫৪২৫০	৬৫১০০০	১১৮৪৮২	১৪২১৭৮৪
গ্রেড-২	৭৯৮	৭১১৪৮	১৯৯৫০০	২৩৯৪০০০	৩৯৭৪৩২.৭২৮	৪৭৬৯১৯২.৭৩৬
গ্রেড-৩	২৩০২	৬৫০৯৬	৫৭৫৫০০	৬৯০৬০০০	১০৪৮৯৫৬.৯৪৪	১২৫৮৭৪৮৩.৩৩
গ্রেড-৪	৬৮২১	৬০০৪১	১৭০৫২৫০	২০৪৬৩০০০	২৮৬৬৭৭৭.৬২৭	৩৪৪০১৩৩১.৫২
গ্রেড-৫	১০৯৫৭	৫৫৪৪৫	২৭৩৯২৫০	৩২৮৭১০০০	৪২৫২৫৭৬.০৫৫	৫১০৩০৯১২.৬৬
গ্রেড-৬	২০৪০৬	৪৯৭২৬	৫১০১৫০০	৬১২১৮০০০	৭১০২৯৬১.২৯২	৮৫২৩৫৫৩৫.৫
গ্রেড-৭	১৬৬৯৪	৪২৫৩৯	৪১৭৩৫০০	৫০০৮২০০০	৪৯৭১০২২.৪৬২	৫৯৬৫২২৬৯.৫৪
গ্রেড-৮	২৪৩০১	৩৭০১২	৬০৭৫২৫০	৭২৯০৩০০০	৬২৯৬০০০.২৮৪	৭৫৫৫২০০৩.৪১
গ্রেড-৯	৭১০৯৯	৩৩৬৩৮	১৬৭৪১৩৯৭.১৩	২০০৮৯৬৭৬৫.৬	১৬৭৪১৩৯৭.১৩	২০০৮৯৬৭৬৫.৬
গ্রেড-১০	১৩৬২৫০	২৫৭৭৩	২৪৫৮০৯৯৮.৭৫	২৯৪৯৭১৯৮৫	২৪৫৮০৯৯৮.৭৫	২৯৪৯৭১৯৮৫
	২৮৯৮৬৬		**৬,১৯,৫১,৬৪৬/-**	**৭৪,৩৪,১৯,৭৫১/-**	**৬,৮৩,৮৮,৭৪৩/-**	**৮২,০৬,৬৪,৯১৯/-**

(১) উপরোক্ত ছক অনুযায়ী কর্মকর্তাদের মূলবেতনের ০.৭০% কিন্তু সর্বোচ্চ ২৫০/- টাকা (যা পূর্বের ১০০/- টাকার তুলনায় ১৫০% বেশী) হারে যৌথবীমা তহবিলের প্রিমিয়াম আদায় হলে বর্তমান প্রাপ্ত অর্থের তুলনায় আনুমানিক (৭৪,৩৪,১৯,৭৫১ - ৩০,৩৩,২৮,০০০) =৪৪,০০,৯১,৭৫১/- টাকা বেশী পাওয়া যাবে, যা পূর্বের প্রাপ্তির তুলনায় (৪৪,০০,৯১,৭৫১/৩০,৩৩,২৮,০০০ X ১০০) =১৪৫.১০% বেশী। ফলে যৌথবীমা তহবিল হতে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

(২) উপরোক্ত ছক অনুযায়ী কর্মকর্তাদের মূলবেতনের ০.৭০% হারে যৌথবীমা তহবিলের প্রিমিয়াম আদায় হলে বর্তমান প্রাপ্ত অর্থের তুলনায় আনুমানিক (৮২,০৬,৬৪,৯১৯ - ৩০,৩৩,২৮,০০০) =৫১,৭৩,৩৬,৯১৯/- টাকা বেশী পাওয়া যাবে, যা পূর্বের প্রাপ্তির তুলনায় (৫১,৭৩,৩৬,৯১৯/৩০,৩৩,২৮,০০০X১০০) =১৭০.৫৫% বেশী। । ফলে যৌথবীমা তহবিল হতে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।
(৩) উপরোক্ত ছক অনুযায়ী কর্মকর্তাদের মূলবেতনের ০.৭০% কিন্তু সর্বোচ্চ ২৫০/- টাকা এবং মূলবেতনের ০.৭০% হারে আদায়কৃত যৌথবীমা প্রিমিয়ামের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ (৮২,০৬,৬৪,৯১৯ - ৭৪,৩৪,১৯,৭৫১) =৭,৭২,৪৫,১৬৮/- টাকা।

পূর্বের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমা প্রিমিয়াম বৃদ্ধি প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ। কাজেই নতুন হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমা প্রিমিয়াম আদায় সংক্রান্ত বর্তমানের প্রস্তাব বাস্তবায়নেও প্রায় ০২ বছর সময় লাগতে পারে। সার্বিক বিবেচনায় কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমা প্রিমিয়াম বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব বোর্ড কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে। প্রস্তাব নীতিগত অনুমোদন হলে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমা প্রিমিয়াম বৃদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে।

কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা প্রিমিয়াম বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি উল্লেখ করেন, যেহেতু ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের সংখ্যা অনেক বেশী **(মোট কর্মচারীর ৭৫.৪৩%)** এবং তাঁদের অধিকাংশের মূলবেতন ১৫,০০০/- টাকার নিম্নে। কাজেই কোন প্রকার সর্বোচ্চ সিলিং না রেখে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা মূলবেতনের ১% হারে আদায় করা হলে বর্তমানে তাঁদের নিকট হতে যে পরিমাণ কল্যাণ তহবিলের চাঁদা আদায় হয় তা প্রায় ঠিক থাকবে এবং তাঁদের ওপর বাড়তি চাপের সৃষ্টি হবেনা।

অন্যদিকে তিনি আরো উল্লেখ করেন **১১-২০ গ্রেডের সরকারি কর্মচারীদের নিকট হতে যৌথবীমা প্রিমিযাম কর্তন করা হয় না।** তাঁদের প্রিমিয়াম সরকার কর্তৃক পরিশোধ করা হয়। কর্মচারীদের মূলবেতন হতে ০.৭০% হারে যৌথবীমা প্রিমিয়াম আদায় করা হলে সরকারি অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি না করে বোর্ডের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। ১১-২০ গ্রেডের সরকারি কর্মচারীদের মূলবেতন হতে ০.৭০% হারে যৌথবীমা প্রিমিয়াম আদায় করা হলে বোর্ডের বাৎসরিক আয় প্রায় ১২২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে। উক্ত টাকা দিয়ে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আরো বেশী কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমা প্রিমিয়াম আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে সভাপতির প্রস্তাবে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(১) মূলবেতনের ১% হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা কর্তনের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(২) প্রজাতন্ত্রের অসামরিক কাজে নিয়োজিত ১-২০ গ্রেডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূলবেতনের ০.৭০% হারে যৌথবীমা প্রিমিয়াম কর্তনের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৪। বোর্ডের অনুদান বৃদ্ধি:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক যে সকল সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তন্মধ্যে কল্যাণ ভাতা, যৌথবীমা অনুদান, সাধারণ চিকিৎসা অনুদান এবং জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান অন্যতম। কল্যাণ ভাতা ও সাধারণ চিকিৎসা অনুদান কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত চাঁদার মাধ্যমে, যৌথবীমা অনুদান কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রিমিয়াম ও সরকারী অনুদান এর মাধ্যমে এবং জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান সম্পূর্ণরূপে সরকারের অনুদানের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। বোর্ড হতে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হলে কল্যাণ চাঁদা, যৌথবীমা প্রিমিয়াম এবং সরকারের অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিগত সময়ের কল্যাণ চাঁদা, যৌথবীমা প্রিমিয়াম এর পরিমাণ বৃদ্ধি এবং তার ওপর ভিত্তি করে অনুদান বৃদ্ধির চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

টেবিল- ১ (ক):

কল্যাণ তহবিলের চাঁদা সংক্রান্ত তথ্য				কল্যাণ তহবিলের চাঁদা হতে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য					
২০০৪ সালের পূর্বে কল্যাণ তহবিলের চাঁদার পরিমাণ	২০০৪ হতে ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত	বৃদ্ধির পরিমাণ	বৃদ্ধির হার	২০০৪ সালের পূর্বে		২০০৪ হতে ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত		বৃদ্ধির পরিমাণ	বৃদ্ধির হার
				কল্যাণ ভাতা	সাধারণ চিকিৎসা	কল্যাণ ভাতা	সাধারণ চিকিৎসা		
৪০/-	৫০/-	১০/-	২৫%	১,০০০/-	২০,০০০/- (সর্বোচ্চ)	১,০০০/-	২০,০০০/- (সর্বোচ্চ)	-	-

টেবিল- ১ (খ):

কল্যাণ তহবিলের চাঁদা সংক্রান্ত তথ্য				কল্যাণ তহবিলের চাঁদা হতে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য					
২০০৪ হতে ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত	০১/০৭/২০১৯ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত	বৃদ্ধির পরিমাণ	বৃদ্ধির হার	২০০৪ হতে ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত		০১/০৭/২০১৯ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত		বৃদ্ধির পরিমাণ	বৃদ্ধির হার
				কল্যাণ ভাতা	সাধারণ চিকিৎসা	কল্যাণ ভাতা	সাধারণ চিকিৎসা		
৫০/-	১৫০/-	১০০/-	২০০ %	১,০০০/-	২০,০০০/- (সর্বোচ্চ)	২,০০০/-	৪০,০০০/- (সর্বোচ্চ)	১,০০০/- ২০,০০০/-	১০০ %

টেবিল- ২ (ক):

যৌথবীমা প্রিমিয়াম সংক্রান্ত তথ্য				যৌথবীমা প্রিমিয়াম হতে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য			
২০০৪ সালের পূর্বে যৌথবীমা প্রিমিয়াম এর পরিমাণ	২০০৪ হতে ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত	বৃদ্ধির পরিমাণ	বৃদ্ধির হার	২০০৪ সালের পূর্বে	২০০৪ হতে ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত	বৃদ্ধির পরিমাণ	বৃদ্ধির হার
৩০/-	৪০/-	১০/-	৩৩.৩৩%	১,০০,০০০/- (সর্বোচ্চ)	১,০০,০০০/- (সর্বোচ্চ)	-	-

টেবিল- ২ (খ):

যৌথবীমা প্রিমিয়াম সংক্রান্ত তথ্য				যৌথবীমা প্রিমিয়াম হতে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য			
২০০৪ হতে ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত	০১/০৭/২০১৯ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত	বৃদ্ধির পরিমাণ	বৃদ্ধির হার	২০০৪ হতে ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত	০১/০৭/২০১৯ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত	বৃদ্ধির পরিমাণ	বৃদ্ধির হার
৪০/-	১০০/-	৬০/-	১৫০%	১,০০,০০০/- (সর্বোচ্চ)	২,০০,০০০/- (সর্বোচ্চ)	১,০০,০০০/-	১০০%

টেবিল- ১ (ক) এর তথ্যমতে ২০০৪ সালে কল্যাণ তহবিলের চাঁদার পরিমাণ ২৫% বাড়ানো হলেও কল্যাণ তহবিল হতে প্রদত্ত কোন অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়নি।

টেবিল- ১ (খ) এর তথ্যমতে **০১ জুলাই ২০১৯** তারিখ হতে কল্যাণ তহবিলের চাঁদার পরিমাণ ২০০% বৃদ্ধি করা হলেও কল্যাণ তহবিল হতে প্রদত্ত অনুদান ১০০% বৃদ্ধি করা হয়।

টেবিল- ২ (ক) এর তথ্যমতে ২০০৪ সালে যৌথবীমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ ৩৩.৩৩% বাড়ানো হলেও যৌথবীমা অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়নি।

টেবিল- ২ (খ) এর তথ্যমতে **০১ জুলাই ২০১৯** তারিখ হতে যৌথবীমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ ১৫০% বৃদ্ধি করা হলেও যৌথবীমা অনুদান ১০০% বৃদ্ধি করা হয়।

(ক) কল্যাণ তহবিলের অনুদান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নিম্নবর্ণিতভাবে অনুদান বৃদ্ধি করা যেতে পারে:

খাতের নাম	বর্তমানে প্রদানের হার	উপকারভোগী সংখ্যা	২০২১-২০২২ এ ব্যয়ের পরিমাণ	প্রস্তাবিত হার	প্রস্তাবিত হারে মোট ব্যয় হবে	অনুদান বৃদ্ধির পরিমাণ	মোট অনুদান বৃদ্ধির পরিমাণ (বাৎসরিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=(৫-২)	৮=(৬-৪)
কল্যাণ ভাতা	মাসিক ২,০০০	৩৮,৫০০ জন (২০২১-২২)	৫০,২৩,৭৬,০০০	মাসিক ৪,০০০ (১০০% বৃদ্ধি)	১৪২,৪৩,৭৬,০০০	মাসিক ২,০০০	৯২,৪০,০০,০০০
সাধারণ চিকিৎসা	বছরে ৪০,০০০	২২,০০০ জন (২০২১-২২)	৪০,৩৬,৭৮,০০০	বছরে ৬০,০০০ (৫০% বৃদ্ধি)	৮৪,৩৬,৭৮,০০০	বছরে ২০,০০০	৪৪,০০,০০,০০০
			৯০,৬০,৫৪,০০০		২২৬,৮০,৫৪,০০০	মোট=	১৩৬,২০,০০,০০০/-

উপরোক্ত ছক অনুসারে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে বছরে ২২৬,৮০,৫৪,০০০/- টাকার প্রয়োজন হবে। সে হিসেবে বছরে অতিরিক্ত (২২৬,৮০,৫৪,০০০ - ৯০,৬০,৫৪,০০০) =১৩৬,২০,০০,০০০/- টাকা প্রয়োজন হতে পারে। কল্যাণ তহবিলের চাঁদার পরিমাণ

কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূলবেতনের ১% করা হলে আয়ের পরিমাণ আনুমানিক ১৬৯,৪৫,৮৫,৫১৭/- টাকা বৃদ্ধি পাবে। উক্ত টাকা হতে সংশ্লিষ্ট ব্যয় পরিশোধ করা সম্ভব হবে।

(খ) যৌথবীমা তহবিলের অনুদান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নিম্নবর্ণিতভাবে অনুদান বৃদ্ধি করা যেতে পারে:

খাতের নাম	বর্তমানে প্রদানের হার	উপকার ভোগীর সংখ্যা	২০২১-২০২২ এ ব্যয়ের পরিমাণ	প্রস্তাবিত হার	প্রস্তাবিত হারে মোট ব্যয় হবে	অনুদান বৃদ্ধির পরিমাণ	মোট অনুদান বৃদ্ধির পরিমাণ (বাৎসরিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=(৫-২)	৮=(৬-৪)
যৌথ বীমা অনুদান	এককালীন ২,০০,০০০	৪,০০০ জন (২০২১-২২)	৭২,৯২,০০,০০০	এককালীন ৪,০০,০০০	১৫২,৯২,০০,০০০	এককালীন ২,০০,০০০	৮০,০০,০০,০০০
			৭২,৯২,০০,০০০		১৫২,৯২,০০,০০০	মোট=	৮০,০০,০০,০০০/-

উপরোক্ত ছক অনুসারে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে বছরে ১৫২,৯২,০০,০০০/- টাকার প্রয়োজন। সে হিসেবে বছরে অতিরিক্ত (১৫২,৯২,০০,০০০ - ৭২,৯২,০০,০০০) =৮০,০০,০০,০০০/- টাকা প্রয়োজন হবে। যৌথবীমা তহবিলের প্রিমিয়ামের পরিমাণ কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূলবেতনের ০.৭০% করা হলে ১-১০ গ্রেডের **২,৮৯,৮৬৬ জন** কর্মকর্তার নিকট হতে আয়ের পরিমাণ ৫১,৭৩,৩৬,৯১৯/- টাকা বৃদ্ধি পাবে। অবশিষ্ট (৮০,০০,০০,০০০ - ৫১,৭৩,৩৬,৯১৯) =২৮,২৬,৬৩,০৮১/- টাকা পরিশোধের জন্য সরকারের অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

বর্তমানে ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের নিকট হতে যৌথবীমা তহবিলের প্রিমিয়াম কর্তন করা হয়না। সরকারের অনুদান হতে ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীর সংখ্যা **৮,৮৯,৬৯৬ জন** এবং তাঁদের জন্য সরকার ভর্তুকী দিয়ে থাকে। ১১-২০ গ্রেডের সরকারি কর্মচারীদেরকে যৌথবীমা প্রিমিয়াম কর্তনের আওতায় আনতে পারলে তাঁদের নিকট হতে বছরে **১২২,৭৫,৮৮,৬৪২/-** টাকা পাওয়া যাবে। সরকার হতে বর্তমানে ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের প্রিমিয়াম বাবদ **৫৮,০০,০০,০০০/-** টাকা পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের যৌথবীমা তহবিলের প্রিমিয়াম বাবদ আনুমানিক (১২২,৭৫,৮৮,৬৪২ - ৫৮,০০,০০,০০০)/- **=৬৪,৭৫,৮৮,৬৪২/-** টাকা কম পাওয়া যায়। বিবরণ নিম্নরূপ:

গ্রেড (১১-২০)	সংখ্যা	মূলবেতন মিন ভিত্তিতে	মিনভিত্তিতে মূলবেতনের ০.৭০% হারে যৌথবীমা প্রিমিয়াম বাবদ সম্ভাব্য প্রাপ্ত অর্থ (মাসিক)	মিনভিত্তিতে মূলবেতনের ০.৭০% হারে যৌথবীমা প্রিমিয়াম বাবদ সম্ভাব্য প্রাপ্ত অর্থ (বাৎসরিক)
১	২	৩	৪	৫
গ্রেড-১১	৮৬২২৩	২০১৫২	১২১৬২৯৬১.২৭	১৪৫৯৫৫৫৩৫.৩
গ্রেড-১২	৮২৭০৮	১৮১৯৭	১০৫৩৫২৬২.৩৩	১২৬৪২৩১৪৮
গ্রেড-১৩	২৩৩৭৭৯	১৭৭২৬	২৯০০৭৭৬৫.৮৮	৩৪৮০৯৩১৯০.৫
গ্রেড-১৪	১০২২৯২	১৬৪৫৫	১১৭৮২৫০৪.০২	১৪১৩৯০০৪৮.২
গ্রেড-১৫	৫৮৩২৮	১৫১৭৫	৬১৯৫৮৯১.৮	৭৪৩৫০৭০১.৬
গ্রেড-১৬	৭১২২৩	১৪৯৯৪	৭৪৭৫৪২৩.৬৩৪	৮৯৭০৫০৮৩.৬১
গ্রেড-১৭	১৭১৭৬৬	১৪৫৩৭	১৭৪৭৮৭৩৬.৩৯	২০৯৭৪৪৮৩৬.৭
গ্রেড-১৮	১৯৭৮৩	১৪২০১	১৯৬৬৫৬৮.৬৮১	২৩৫৯৮৮২৪.১৭
গ্রেড-১৯	২২৬৭০	১৩০২৭	২০৬৭২৫৪.৬৩	২৪৮০৭০৫৫.৫৬
গ্রেড-২০	৪০৯২৪	১২৬৬০	৩৬২৬৬৮৪.৮৮	৪৩৫২০২১৮.৫৬
মোট=	**৮,৮৯,৬৯৬ জন**		**১০,২২,৯৯,০৫৪/-**	**১২২,৭৫,৮৮,৬৪২/-**

১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের নিকট হতে যৌথবীমা তহবিলের প্রিমিয়াম কর্তন করা হলে সরকারের কোন প্রকার অনুদান প্রদান ব্যতীত যৌথবীমা অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। উক্ত অর্থ দ্বারা সরকারি কর্মচারীদের যৌথবীমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করার পরও অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হবে। বিস্তারিত নিম্নবর্ণিত ছকে তুলে ধরা হলো:

বর্তমানে প্রদানকৃত ২,০০,০০০/- টাকা হারে অনুদান প্রদানে ব্যয়	৪,০০,০০০/- টাকা হারে অনুদান প্রদানে ব্যয় হবে	১-১০ গ্রেডের কর্মকর্তাদের নিকট হতে পাওয়া যাবে	১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের নিকট হতে পাওয়া যাবে	মোট পাওয়া যাবে	অবিশিষ্ট থাকবে
১	২	৩	৪	৫=(৩ + ৪)	৬= (৫-২)
৭২,৯২,০০,০০০/- (বছরে আনুমানিক ৪,০০০ জন)	১৫২,৯২,০০,০০০/- (বছরে আনুমানিক ৪,০০০ জন)	৮২,০০,০০,০০০/-	১২২,০০,০০,০০০/-	২০৪,০০,০০,০০০/-	৫১,০০,০০,০০০/-

(গ) টেবিল- ৩: জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের অনুদান বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য:

২০০৪ সালের পূর্বে জটিল রোগের অনুদানের পরিমাণ	২০০৪ হতে ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত অনুদানের পরিমাণ	০১/০৭/২০১৯ হতে অনুদানের পরিমাণ	বৃদ্ধির পরিমাণ	বৃদ্ধির হার
১	২	৩	৪	৫
১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%

০১ জুলাই ২০১৯ তারিখ জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের অনুদানের পরিমাণ ১,০০,০০০/- (এক লাখ) টাকার স্থলে ২,০০,০০০/- (দুই লাখ) টাকা করা হয়। জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসার জন্য অনুদানের এ হার বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত নয়। কাজেই অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সরকার হতে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের জন্য নিম্নবর্ণিত হারে অনুদান প্রদান করা যেতে পারে:

খাতের নাম	বর্তমানে প্রদানের হার	উপকার ভোগীর সংখ্যা	ব্যয়ের পরিমাণ (২০২১-২০২২)	প্রস্তাবিত হার	প্রস্তাবিত হারে মোট ব্যয় হবে	অনুদান বৃদ্ধির পরিমাণ	মোট অনুদান বৃদ্ধির পরিমাণ (বাৎসরিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=৫-২	৮=৬-৪
জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের অনুদান	এক বা একাধিকবার সমগ্র চাকরিজীবনে ২,০০,০০০/-	১,৮৭৫ জন (২০২১-২২)	৩০,৪৬,০৭,০০০	৪,০০,০০০ (এক বা একাধিক বার কর্মচারীর জন্য আজীবন)	৬৭,৯৬,০৭,০০০	২,০০,০০০	৩৭,৫০,০০,০০০
			৩০,৪৬,০৭,০০০/		৬৭,৯৬,০৭,০০০/	মোট=	৩৭,৫০,০০,০০০/-

উপরোক্ত ছক অনুসারে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে বছরে **৬৭,৯৬,০৭,০০০/-** টাকার প্রয়োজন হতে পারে। সে হিসেবে বছরে অতিরিক্ত (৬৭,৯৬,০৭,০০০ - ৩০,৪৬,০৭,০০০) **=৩৭,৫০,০০,০০০/-** টাকা প্রয়োজন হবে। জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা মঞ্জুরির সমুদয় অর্থ সরকারি অনুদান হতে পরিশোধ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সরকারের অনুদানের পরিমাণ **৪৫,০০,০০,০০০/-** টাকা। প্রস্তাবিত হারে অর্থাৎ ৪,০০,০০০/- টাকা হারে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা মঞ্জুরি প্রদান করা হলে সরকারি অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত **=৩৭,৫০,০০,০০০/-** টাকা পরিশোধ করা যেতে পারে।

পূর্বের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমা প্রিমিয়াম এর পরিমাণ বৃদ্ধি সাপেক্ষে **০১ জুলাই ২০১৯ তারিখ** হতে অন্যান্য অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি জটিল রোগের অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। **নতুন হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমা প্রিমিয়াম আদায় সংক্রান্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নে প্রায় ০২ বছর সময় লাগতে পারে। কাজেই জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের ক্ষেত্রে অনুদান বৃদ্ধিতেও প্রায় ০২ বছর প্রয়োজন হতে পারে। সার্বিক বিবেচনায় জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের অনুদান বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব বোর্ড কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে।**

বিভিন্ন অনুদান বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে বর্তমানে যে হারে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। চিকিৎসা ব্যয়সহ বিভিন্নস্তরে খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সময়ের দাবী। কিন্তু বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতি বিবেচনায় সরকারের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি না করে কিভাবে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় তা খুঁজে বের করতে হবে। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ১-২০ গ্রেডের সকল কর্তকর্তা/কর্মচারীদের যৌথবীমা প্রিমিয়াম কর্তনের আওতায় আনতে পারলে বোর্ডের আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। সেক্ষেত্রে অনুদান বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি কর্তকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আরো অনেক কল্যাণমূলক কাজ করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(১) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূলবেতনের ১% হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা কর্তন সাপেক্ষে কল্যাণ ভাতার পরিমাণ প্রতিমাসে ২,০০০/- টাকার পরিবর্তে ৪,০০০/- টাকায় উন্নীত করার বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(২) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূলবেতনের ১% হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা কর্তন সাপেক্ষে সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের পরিমাণ ৪০,০০০/- টাকা হতে ৬০,০০০/- টাকায় উন্নীত করার বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(৩) প্রজাতন্ত্রের অসামরিক কাজে নিয়োজিত ১-২০ গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূলবেতনের ০.৭০% হারে যৌথবীমা তহবিলের প্রিমিয়াম কর্তন সাপেক্ষে এককালীন অনুদানের পরিমাণ ২,০০,০০০/- টাকা হতে ৪,০০,০০০/- টাকায় উন্নীত করার বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(৪) সরকারি অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি সাপেক্ষে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদানের পরিমাণ ২,০০,০০০/- টাকা হতে ৪,০০,০০০/- টাকায় উন্নীত করার বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৫। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সন্তানদের জন্য মেধাবৃত্তি প্রদান:

মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সরকারি ও বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ১৩-২০ গ্রেডে কর্মরত কর্মচারীর সন্তানদের ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত অনধিক ২ (দুই) সন্তানের জন্য এবং সকল গ্রেডের অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্মচারীর ৯ম শ্রেণি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত অনধিক ২ (দুই) সন্তানের জন্য বছরে একবার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক **৬০,০৭৩** জন ছাত্র-ছাত্রীকে ৩,৫০০/- হতে ৫,৫০০/- টাকা হারে মোট **=২৬,১৯,৪৫,০৯৩/-** টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড চলমান শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর মেধাবী সন্তানদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে মেধাবৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, সরকারি কর্মচারীর মেধাবী সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহী করার পাশাপাশি দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করার লক্ষ্যে মেধাবৃত্তি প্রদান করা যেতে পারে। মেধাবৃত্তি বাস্তবায়নের নিমিত্ত বোর্ড সরকারের অসামরিক খাতের ও বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত সকল গ্রেডের কর্মচারী এবং সরকারি ও বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সকল গ্রেডের অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্মচারীর মেধাবী সন্তানদের এইচ.এস.সি/সমমান ও স্নাতক/সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত অনধিক ০১ (এক) সন্তানের জন্য মেধাবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত খসড়া নির্দেশিকা প্রণয়ন করছে মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন। প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক জেলা হতে ০২ (দুই) জন করে ৬৪ জেলার জন্য (৬৪X২) =১২৮ জনকে মেধাবৃত্তি প্রদান করা যেতে পারে এবং এ জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ের বিবরণ নিম্নরূপ:

এইচ.এস.সি/সমমান:

অর্থবছর	শ্রেণির বিবরণ	টাকার হার	মোট
১	২	৩	৪
২০২৩-২৪	এইচ এস সি/সমমান ১ম বর্ষ	(৩,০০০x১২x১২৮)+(৪,০০০x১২৮)=৫১,২০,০০০/-	৫১,২০,০০০/-
২০২৪-২৫	এইচ এস সি/সমমান ২য় বর্ষ + এইচ এস সি/সমমান ১ম বর্ষ (নতুন)	(৩,০০০x১২x১২৮)+(৪,০০০x১২৮)=৫১,২০,০০০/- (৩,০০০x১২x১২৮)+(৪,০০০x১২৮)=৫১,২০,০০০/-	১,০২,৪০,০০০/-
		মোট=	১,৫৩,৬০,০০০/-

স্নাতক/সমমান:

অর্থবছর	শ্রেণির বিবরণ	টাকার হার	মোট
১	২	৩	৪
২০২৩-২৪	স্নাতক/সমমান- ১ম বর্ষ	(৪,০০০x১২x১২৮)+(৫,০০০x১২৮)=৬৭,৮৪,০০০/-	৬৭,৮৪,০০০/-
২০২৪-২৫	স্নাতক/সমমান- ২য় বর্ষ + স্নাতক/সমমান- ১ম বর্ষ (নতুন)	(৪,০০০x১২x১২৮)+(৫,০০০x১২৮)=৬৭,৮৪,০০০/- (৪,০০০x১২x১২৮)+(৫,০০০x১২৮)=৬৭,৮৪,০০০/-	১,৩৫,৬৮,০০০/-
২০২৫-২৬	স্নাতক/সমমান- ৩য় বর্ষ+ স্নাতক/সমমান -২য় বর্ষ + স্নাতক/সমমান- ১ম বর্ষ (নতুন)	(৪,০০০x১২x১২৮)+(৫,০০০x১২৮)=৬৭,৮৪,০০০/- (৪,০০০x১২x১২৮)+(৫,০০০x১২৮)=৬৭,৮৪,০০০/- (৪,০০০x১২x১২৮)+(৫,০০০x১২৮)=৬৭,৮৪,০০০/-	২,০৩,৫২,০০০/-

২০২৬-২৭	স্নাতক/সমমান ৪র্থ বর্ষ + স্নাতক/সমমান ৩য় বর্ষ + স্নাতক/সমমান ২য় বর্ষ + স্নাতক/সমমান ১ম বর্ষ (নতুন)	(৪,০০০×১২×১২৮)+(৫,০০০×১২৮)=৬৭,৮৪,০০০/- (৪,০০০×১২×১২৮)+(৫,০০০×১২৮)=৬৭,৮৪,০০০/- (৪,০০০×১২×১২৮)+(৫,০০০×১২৮)=৬৭,৮৪,০০০/- (৪,০০০×১২×১২৮)+(৫,০০০×১২৮)=৬৭,৮৪,০০০/-	২,৭১,৩৬,০০০/-
		মোট=	৬,৭৮,৪০,০০০/-

০৪ বছরের সম্মিলিত হিসাব (এইচ.এস.সি/সমমান এবং স্নাতক/সমমান):

ক্যাটাগরি	টাকার হার	মোট
১	২	৩
এইচ.এস.সি/পলি./ডিপ্লোমা/আলিম/সমমান	৫১,২০,০০০+(১,০২,৪০,০০০×৩)	৩,৫৮,৪০,০০০/-
স্নাতক(সম্মান)/ডিগ্রি (পাস কোর্স)/ফাজিল/ মেডিকেল/কৃষি/ইঞ্জিনিয়ারিং/সমমান	৬৭,৮৪,০০০+১,৩৫,৬৮,০০০+২,০৩,৫২,০০০+২,৭১,৩৬,০০০	৬,৭৮,৪০,০০০/-
	মোট=	১০,৩৬,৮০,০০০/-

উপরোক্ত ছক অনুসারে আগামী ০৪ (চার) বছরে মেধাবৃত্তি প্রদানে আনুমানিক ১০,৩৬,৮০,০০০/- টাকা এবং বছরে গড়ে ২,৬০,০০,০০০/- টাকার প্রয়োজন হবে। সরকার হতে বছরভিত্তিক ব্যয়ের টাকা অনুদান হিসেবে পাওয়া গেলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সন্তানদের জন্য বর্ণিত খসড়া নির্দেশিকা অনুমোদনক্রমে মেধাবৃত্তি চালু করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, সরকার বর্তমানে ১৩-২০ গ্রেডে কর্মরত সরকারি কর্মচারীর অনধিক ০২ (দুই) সন্তানের জন্য ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ালেখার বিষয়ে বছরে ২৫,০০,০০,০০০/- (পঁচিশ কোটি) টাকা শিক্ষাবৃত্তি বাবদ অনুদান প্রদান করে থাকে।

সভাপতিসহ সকল সদস্য অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রতিবছর জেলা পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ২জন করে মোট ১২৮ জন সন্তানকে মেধাবৃত্তি প্রদান একটি ভালো উদ্যোগ। এতে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তান লেখাপড়ায় অধিকতর মনোনিবেশ করবে, উৎসাহী হবে এবং তাঁদের মধ্যে একধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে যা, তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে। কাজেই সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদেরকে মেধাবৃত্তি প্রদান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত:

(১) বর্তমানে প্রদানকৃত শিক্ষাবৃত্তির পাশাপাশি সরকার হতে বছরভিত্তিক ব্যয়ের টাকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে সকল গ্রেডের সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সরকারি ও বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সকল গ্রেডের অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর এইচ.এস.সি/সমমান ও স্নাতক/সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত অনধিক ০১ (এক) জন সন্তানকে মেধাবৃত্তি প্রদানের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(২) মেধাবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত **নির্দেশিকা/নীতিমালা** প্রণয়ন করে প্রত্যেক জেলায় **২ জন করে ৬৪ জেলার জন্য ১২৮ জনকে** নিয়ে মেধাবৃত্তি প্রদানের কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৬। কর্মচারীর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তানদের আজীবন কল্যাণভাতা প্রদান:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রাপ্ত সূত্রমতে ২৯ লাখের অধিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ রয়েছে। মূলত ৩ ধরনের (মৃদু, মাঝারি ও তীব্র) শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীর মধ্যে সকল বয়সের প্রতিবন্ধীকতার প্রকার ১৩টি। সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রতিমাসে ৮৫০/- টাকা হারে মোবাইলের মাধ্যমে ২৩,৬৫,০০০ জনকে সহায়তা প্রদান করছে। সকলকে একই কর্মসূচির আওতায় আনার কাজ চলমান রয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের তথ্যমতে অসামরিক প্রশাসনে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তানদের সংখ্যা কত তা আলাদাভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ফলে পৃথকভাবে অনুসন্ধান করে সরকারি কর্মচারীদের প্রতিবন্ধী সন্তানের সংখ্যা নিরূপন করে মাসিক কল্যাণভাতা প্রদান করা যেতে পারে। সমাজসেবা ছাড়াও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল সুরক্ষা ট্রাস্ট প্রতিবন্ধী সন্তানদের সুরক্ষা প্রদানে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী সন্তানদের জন্য ৭২টি স্কুলের মাধ্যমে বিনামূল্যে বিশেষায়িত শিক্ষা সুবিধা, ১০৩টি সেবা কেন্দ্রের (৬৪টি জেলায় ৬৪টি এবং অবশিষ্ট ৩৯টি উপজেলায়) মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা এবং ৩৫টি মোবাইল থেরাপি ভ্যান এর মাধ্যমে ভ্রাম্যমান প্রতিবন্ধীদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সেবা প্রদান করছে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ রুপরেখা প্রণয়ন বিষয়ক ২৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখের কর্মশালায় সরকারি কর্মচারীর যে সকল সন্তান নিউরোলজিক্যাল ডিজঅর্ডার ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন তাদেরকে বোর্ড হতে প্রদেয় মৃত, অক্ষম কর্মচারীর পরিবারকে প্রদানকৃত মাসিক কল্যাণভাতার ন্যায় আজীবন কল্যাণভাতা প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।

২০২২ সালের জুন মাসে পরিচালিত জনশুমারিতে দেখা যায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫১ লাখ ৫৮ হাজার ৬১৬ জন। তন্মধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রাপ্ত সূত্রমতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা প্রায় ২৯ লাখ, যা মোট জনসংখ্যার (২৯,০০,০০০/১৬,৫১,৫৮,৬১৬X১০০) =১.৭৬%। iBAS++ এর তথ্যমতে অসামরিক কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর মোট সংখ্যা ১১,৭৯,৫৬২ জন। উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রত্যেকের গড়ে ০২ জন করে সন্তান বিবেচনায় মোট সন্তানের সংখ্যা দাড়ায় (১১,৭৯,৫৬২X২) =২৩,৫৯,১২৪ জন। উক্ত সন্তানদের মধ্য হতে ১.৭৬% হিসেবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তানের সংখ্যা আনুমানিক (২৩,৫৯,১২৪X১.৭৬%) =৪১,৫২০ জন। উক্ত সংখ্যার মধ্যে ১৩ ধরনের প্রতিবন্ধী/বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তান রয়েছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ১৩ ধরনের প্রতিবন্ধী/বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তানদের মধ্য হতে শুধুমাত্র অটিজম এবং শারীরিকভাবে কাজ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম সন্তানদেরকে আজীবন কল্যাণ ভাতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অটিজম এবং শারীরিকভাবে কাজ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম সন্তানদেরকে কল্যাণ ভাতা প্রদানে বছরে আনুমানিক **৩,০০,০০,০০০/- (তিন কোটি)** টাকার প্রয়োজন হবে। কল্যাণ তহবিলের চাঁদার পরিমাণ মূলবেতনের ১% করা হলে আয়ের পরিমাণ আনুমানিক ১৬৯,৪৫,৮৫,৫১৭/- (একশত উনসত্তর কোটি পয়তাল্লিশ লাখ পঁচাশি হাজার পাঁচশত সতের) টাকা বৃদ্ধি পাবে। উক্ত টাকা হতে কল্যাণ ভাতা ও চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হবে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মানীত সচিব এবং বোর্ডের সদস্য, জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম উল্লেখ করেন যে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষকে সহায়তা প্রদান সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি নিয়মিত কার্যক্রম। সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে সূবর্ণ কার্ডধারী ২৩,৬৫,০০০ জনকে প্রতিমাসে ৮৫০/- টাকা হারে মোবাইলের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আরো ৩,০০,০০০ (তিন লাখ) জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষকে সূবর্ণ কার্ড প্রদান করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে যাদেরকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে তন্মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তান রয়েছে। কাজেই তাদেরকে পৃথকভাবে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে কল্যাণ ভাতা প্রদানের প্রয়োজন নেই মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক বলেন, যে সকল পরিবারে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তান রয়েছে তাঁদেরকে প্রতিনিয়ত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে হয়। বছরে এ চিকিৎসা ব্যয়ের পরিমাণ অনেক, যা সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পক্ষে নির্বাহ করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল বটে। সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে তাঁদেরকে মাসিক ৮৫০/- টাকার পাশাপাশি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে মাসিক ১,০০০/- টাকা হারে প্রদানের বিষয়টি বিবেচনার দাবী রাখে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে প্রবাসীদের প্রতিবন্ধী সন্তানকে এই ধরনের ভাতা প্রদান করা হয় মর্মে মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে মাসিক ভিত্তিতে ১,০০০/- টাকা করে **শুধু অটিজম এবং শারীরিকভাবে কাজ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম সন্তানদেরকে** কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হলে পরিবারগুলোর কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে। এতে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণের বিষয়টিও নিশ্চিত হবে।

এ পর্যায়ে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যেহেতু সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে মাসিক ভিত্তিতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তানদেরকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে কাজেই বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সূবর্ণ কার্ডধারী বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তানদেরকে এককালীন অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:
(১) সরকার থেকে এই খাতে বরাদ্দ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বোর্ডের নিজস্ব অর্থ হতে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শুধু অটিজম ও শারীরিকভাবে কাজ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম সন্তানদের একটি নির্দিষ্ট অংকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়। এইক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তানদের অবশ্যই সমাজসেবা অধিদপ্তরের সূবর্ণ কার্ডধারী হতে হবে।

(২) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অটিজম ও শারীরিকভাবে কাজ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম সন্তানদেরকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়ে **নির্দেশিকা/নীতিমালা** প্রণয়ন করতে হবে।

বাস্তবায়ন: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) সমাজসেবা অধিদপ্তর।

০৭। বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সীমিত আকারে স্বাস্থ্য সেবা চালুকরণ:

(ক) বিভাগীয় পর্যায়ে সীমিত আকারে স্বাস্থ্য সেবা চালুকরণ:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ বিভিন্ন সময় নানবিধ শারীরিক জটিলতায় ভুগে থাকেন। ফলে তাঁদেরকে সময় সময় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ঢাকায় ০১ (এক) টি সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল রয়েছে। বিভাগীয় শহরে সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা সময়সাপেক্ষ। সরকারি কর্মচারীদের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে হাসপাতাল চালু না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের চিকিৎসার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ঢাকা বিভাগ ব্যতীত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অন্য ০৭ টি বিভাগীয়

কার্যালয়ে সম্মানী প্রদানের মাধ্যমে একজন চিকিৎসক নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। বিভাগীয় পর্যায়ে ০১ (এক) জন চিকিৎসক নিয়োগ প্রদান করা হলে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ খুব সহজে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বর্তমান কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ রুপরেখা প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা ও মতবিনিময় সভা করা হয়েছে। কর্মশালা ও মতবিনিময় সভা আয়োজনের পর হতে চিকিৎসা সংক্রান্ত আবেদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবেদনের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ পূর্বের তুলনায় প্রায় ২১% বেশী। ফলে বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে চিকিৎসা সংক্রান্ত কমিটির পক্ষে আবেদনসমূহের সাথে সংযুক্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা যাচাই-বাছাই করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। এতে অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে সঠিকতা নিরুপন করা দুরুহ হয়ে পড়েছে। এ সুযোগে অনেক অসঙ্গতিপূর্ণ আবেদন প্রাপ্তিরও সম্ভাবনা থাকে। অসাবধানতাবশতঃ উক্ত অসঙ্গতিপূর্ণ আবেদনসমূহের বিপরীতে অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করা হলে কল্যাণ বোর্ড আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সার্বিক বিবেচনায় সম্মানী প্রদানের ভিত্তিতে ০১ (এক) জন চিকিৎসক নিয়োগ করা হলে বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ হতে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যগণকে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পাশাপাশি কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা অনুদানের আবেদনের সাথে সংযুক্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করা সম্ভব হবে।

ঢাকা বিভাগ ব্যতীত অন্য ০৭ (সাত) টি বিভাগে স্বাস্থ্যসেবা চালুর জন্য প্রত্যেকটি বিভাগে একজন চিকিৎসককে মাসিক ৩৫,০০০/- টাকা সম্মানী প্রদান করা যেতে পারে। সে হিসেবে বিভাগীয় পর্যায়ে সীমিত আকারে স্বাস্থ্যসেবা চালুর জন্য বছরে (৩৫০০০ X ১২ X ৭) =২৯,৪০,০০০/- টাকা ব্যয় হবে। বোর্ডের নিজস্ব অর্থ হতে এ ব্যয় নির্বাহ করে সেবা চালু করা যেতে পারে।

(খ) জেলা পর্যায়ের সীমিত আকারে স্বাস্থ্য সেবা চালুকরণ:

মহাপরিচালক উল্লেখ করেন যে, জেলা পর্যায়ে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিস্তৃত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট হতে অবকাঠামোগত সুবিধা গ্রহণ করে ০৮টি বিভাগীয় জেলা ব্যতীত বাকী (৬৪ - ৮) =৫৬ টি জেলার প্রত্যেকটির জন্য একজন চিকিৎসককে মাসিক ২৫,০০০/- টাকা সম্মানী প্রদান করে জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা যেতে পারে। এতে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ খুব সহজে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন।

৫৬ টি জেলায় স্বাস্থ্যসেবা চালুর জন্য বছরে (২৫০০০ X ১২ X ৫৬) =১,৬৮,০০,০০০/- টাকা ব্যয় হবে। সরকার হতে বর্ণিত অর্থ অনুদান হিসেবে পাওয়া গেলে এ সেবা চালু করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং সভার সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে চিকিৎসক নিয়োগ করে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে পরামর্শ প্রদানসহ সাধারণ চিকিৎসার আবেদনের সাথে সংযুক্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র যাচাই বাছাই এর প্রস্তাব সময়োপযোগী। তবে এ মুহূর্তে সকল জেলায় এ সুবিধা চালু না করে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ০৬ (ছয়) মাসের জন্য ঢাকা বিভাগ ব্যতীত অন্য ৭টি বিভাগে প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসককে মাসিক ৫০,০০০/- টাকা সম্মানী প্রদান করে এবং ০৮ টি বিভাগে ০১টি করে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ০৮ টি জেলার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসককে মাসিক ৩৫,০০০/- টাকা হিসেবে সম্মানী প্রদান করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা চালু করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত:

(১) সরকার হতে অনুদান প্রাপ্তির পূর্বপর্যন্ত বোর্ডের নিজস্ব অর্থ দ্বারা পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ০৬ মাসের জন্য ঢাকা বিভাগ ব্যতীত অবশিষ্ট ০৭ টি বিভাগের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসককে মাসিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সম্মানী প্রদান করে বিভাগীয় পর্যায়ে সকাল ১০ টা হতে বেলা ২ টা পর্যন্ত সপ্তাহে ০৫ দিন স্বাস্থ্যসেবা চালুর বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(২) সরকার হতে অনুদান প্রাপ্তির পূর্বপর্যন্ত বোর্ডের নিজস্ব অর্থ দ্বারা পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ০৬ মাসের জন্য ০৮ টি বিভাগের প্রত্যেকটিতে ০১ টি করে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ০৮ টি জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হতে অবকাঠামোগত সুবিধা গ্রহণপূর্বক প্রত্যেকটি জেলার ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসককে মাসিক ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা সম্মানী প্রদান করে সকাল ১০ টা হতে বেলা ২ টা পর্যন্ত সপ্তাহে ০৫ দিন স্বাস্থ্যসেবা চালুর বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৮। সরকারি কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদানে স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)-কে অন্তর্ভুক্তকরণ:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক ও বোর্ড সভার সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে যে সকল সেবা প্রদান করা হয় তার মধ্যে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান অন্যতম। সকল গ্রেডে চাকরিরত/পিআরএলভোগরত সরকারি কর্মচারীদের চাকরিজীবনে এক বা একাধিকবার সর্বোচ্চ ২,০০,০০০/- (দুই লাখ) টাকা প্রদান করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের এ অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে বোর্ডের আইন সংশোধনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত সংশোধনীতে কর্মচারীর স্পাউস (স্ত্রী/স্বামী) সরকারি চাকরিজীবী না হওয়ায় তাঁদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের অনুদানের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। উল্লেখ্য, ০৭ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৯ম সভায় **"জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা সাহায্য বাবদ সর্বোচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা প্রদানের এবং এ সাহায্য কর্মরত কর্মচারীর স্ত্রী/স্বামী এবং নির্ভরশীল ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রেও দেয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (বর্তমান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) এবং** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডকে **প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়"।** উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ইতিমধ্যে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান ১,০০,০০০/- টাকা হতে উন্নীত করে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০/- টাকা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের স্ত্রী/স্বামী এবং নির্ভরশীল ছেলে-মেয়েদের এখনও পর্যন্ত এ সুবিধার আওতায় আনা হয়নি।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রচলিত নিয়মানুসারে সরকারি কর্মচারীদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) সরকারি চাকরিজীবী না হলে তাঁদেরকে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয় না। ফলে সরকারি কর্মচারীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসাজনিত আর্থিক খরচের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে স্পাউসদের (স্বামী/স্ত্রী) জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদানের সুবিধার আওতায় আনা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রতি বর্ষপঞ্জিকায় জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের জন্য গড়ে ২,২০০ টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয় এবং এতে ৪০ (চল্লিশ) কোটি থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কোটি টাকা ব্যয় হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১,৮৭৫ জন সরকারি কর্মচারীকে **(যা মোট সরকারি কর্মচারীর ০.১৬%)** ৩০,৪৬,০৭,০০০/- (ত্রিশ কোটি ছেচল্লিশ লাখ সাত হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ১১,৭৯,৫৬২ জন। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্পাউসদের (স্ত্রী/স্বামী) জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা যেতে পারে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদত্ত সরকারি কর্মচারীদের সংখ্যা বিবেচনায় তাঁদের স্পাউসদের (স্ত্রী/স্বামী)- কে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের সেবা প্রদান করা হলে সরকারের **৩৭,৫০,০০,০০০/-** টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে:

খাতের নাম	বর্তমানে প্রদানের হার	উপকার ভোগীর সংখ্যা	২০২১-২২ এ ব্যয়ের পরিমাণ	স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এর হার ও সংখ্যা	স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) দের প্রদানে প্রয়োজন হবে	মোট প্রয়োজন হবে	অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন হবে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=(৪+৬)	৮=(৭-৪)
জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের অনুদান	এক বা একাধিকবার সমগ্র চাকরিজীবনে ২,০০,০০০	১,৮৭৫ জন (২০২১-২২)	৩০,৪৬,০৭,০০০	এক বা একাধিকবার ২,০০,০০০ আজীবন	৩৭,৫০,০০,০০০	৬৭,৯৬,০৭,০০০	৩৭,৫০,০০,০০০
			৩০,৪৬,০৭,০০০		৩৭,৫০,০০,০০০	মোট=	৩৭,৫০,০০,০০০

সরকারি অনুদান থেকে উল্লিখিত অর্থ পাওয়া গেলে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্পাউসদের (স্বামী/স্ত্রী) জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা যেতে পারে। একইসাথে ০৭ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৯ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং সভার সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া ৯ম বোর্ড সভায় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্ত্রী/স্বামী ও নির্ভরশীল ছেলে-মেয়েদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদানের বিষয়েও সিদ্ধান্ত রয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারীর স্পাউস (স্ত্রী/স্বামী) এবং নির্ভরশীল ছেলে-মেয়েদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের অনুদান প্রদানের প্রস্তাব যৌক্তিক ও সময়োপযোগী। আইনের

প্রযোজ্য ধারা সংশোধন করে স্পাউস (স্ত্রী/স্বামী) ও নির্ভরশীল ছেলে-মেয়েদের- কে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের অনুদান প্রদান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ধারা ৬ (ঝ) সংশোধন করতে হবে। আইন সংশোধন ও সরকার হতে অনুদান প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্পাউসদের (স্ত্রী/স্বামী) জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান আজীবন প্রদানের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(২) ০৭ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৯ম সভার আলোচ্যসূচি ২ (ট) তে এ সংক্রান্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনা করতে হবে।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৯। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সহায়তায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা প্রদান:

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সভায় উল্লেখ করেন যে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের শারীরিক জটিলতার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে বিভিন্ন ধরনের প্যাথলজিক্যাল টেস্টের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঢাকায় ০১ টি সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল থাকলেও এর সেবার বিস্তৃতি চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। অধিকিন্তু বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশী। **১২ ডিসেম্বর ২০২২** তারিখ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মধ্যে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির বিদ্যমান ফিজিওথেরাপি সেন্টার ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাব প্রাথমিক পর্যায়ে বিকেল ০৩.০০ টা থেকে রাত ০৮.০০ টা পর্যন্ত কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চালুর বিষয়ে আলোচনা হয়। প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত চাহিদা পাওয়া যায়:

(ক) জনবল সংক্রান্ত ব্যয়:

ক্রমিক	জনবলের বিবরণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (মাসিক)
১	টেকনোলজিস্ট	০২ জন	৬০,০০০/-
২	স্যাম্পল কালেক্টর	০২ জন	৪০,০০০/-
৩	ক্লিনার	০২ জন	২০,০০০/-
		মোট=	১,২০,০০০/-

(খ) যন্ত্রপাতিসংক্রান্ত ব্যয়:

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির বিবরণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (এককালীন)
১	হেমাটলজি অটো এনালাইজার এন্ড অটোলোডার	০১ টি	২৫,০০,০০০/-
২	ইএসআর অটো এনালাইজার	০১ টি	৮,০০,০০০/-
		মোট=	৩৩,০০,০০০/-

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা চালু করার জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ে এককালীন ৩৩,০০,০০০/- (তেত্রিশ লাখ) টাকা এবং জনবলের জন্য প্রতিমাসে ১,২০,০০০/- টাকা হিসেবে বছরে (১,২০,০০০ X ১২) =১৪,৪০,০০০/- (চৌদ্দ লাখ চল্লিশ হাজার) টাকার প্রয়োজন হবে। সরকার হতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব আয় হতে ব্যয় নির্বাহ করে উপকারভোগীদের নিকট হতে নামমাত্র ফি গ্রহণপূর্বক প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা চালু করা যেতে পারে।

সভার সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির বিদ্যমান প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা গ্রহণ করে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে নামমাত্র ফি গ্রহণপূর্বক প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা চালুর প্রস্তাব সময়োপযোগী। কাজেই উক্ত সেবা চালু করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(১) সরকার হতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব আয় হতে ব্যয় নির্বাহ করে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির বিদ্যমান প্যাথলজিক্যাল ল্যাবসেবা গ্রহণপূর্বক উপকারভোগীদের (সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ) নিকট হতে নামমাত্র ফি গ্রহণপূর্বক ঢাকায় প্যাথলজিক্যাল ল্যাবসেবা চালুর বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(২) অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি হতে প্রাপ্ত ব্যয় প্রাক্কলন অনুমোদন করা হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

১০। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর আইন সংশোধন:

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সভায় উল্লেখ করেন যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মরত আনুমানিক ১১,৭৯,৫৬২ জন এবং অবসরভোগরত আরও ৬ লাখসহ প্রায় ১৮ লাখ সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গসহ প্রায় ৯০ লাখ মানুষের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানসহ তৃণমূল পর্যায়ে অধিকতর কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল)- কে একীভূত করে ২০০৪ সালের ১নং আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড গঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৪ সালের আইনের বেশ কিছু ধারা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে ৪৩ নং আইনের মাধ্যমে ০১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রণীত হয়। ২০১৮ সালে আইন সংশোধন করা হলেও সংশোধিত আইনের বেশ কিছু ধারা ও উপ-ধারা সংশোধনের দাবী রাখে। সে বিবেচনায় বোর্ডের ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের ০৫.৮১.০০০০.০০৭.৪০.০২৫.১৯.১২৯ নং স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০১৮ পুনঃসংশোধনের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১২২.২৯.০০১.২০.২৫৫ নং স্মারকের মাধ্যমে আইনটি আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পুনঃপ্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন এবং ২০২১ সালে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০১৮ এর ধারা ও উপধারা সংশোধনের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে এই বিষয়ে বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি। পূর্বের ধারাবাহিকতায় **২৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২২ এর খসড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ৩৫তম সভার প্রস্তুতিকালে এটি নজরে আসে এবং প্রেরিত প্রস্তাবে আরো কিছু সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়।

বোর্ড সভায় উক্ত সংশোধন পর্যালোচনা করা যেতে পারে অথবা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বোর্ডের সদস্য এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ০১ (এক) টি কমিটি গঠন করে প্রেরিত প্রস্তাব অধিকতর যাচাই-বাছাই পূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে মর্মে মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন।

এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন নতুন করে কমিটি গঠনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। আইন সংশোধনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের যে কমিটি রয়েছে সে কমিটি কর্তৃক পুনঃপরীক্ষা করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রস্তুত করা যেতে পারে। বোর্ড হতে সংশোধিত প্রস্তাব পাওয়ার পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সকল সদস্য এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটি পুনঃপরীক্ষা করে আইনের একটি খসড়া তৈরী করবে। উক্ত আইনের খসড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের লক্ষে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

১১। বোর্ড এর শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগ/পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ক পুনর্গঠিত কমিটি ভূতাপেক্ষ অনুমোদন:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর প্রধান কার্যালয় ও ০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের ১০ ক্যাটাগরির সরাসরি নিয়োগযোগ্য মোট ৫১টি শূন্য পদ পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ১৭ জুলাই, ২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২২ আগস্ট, ২০২২ তারিখে ১১৪ নং পত্রের মাধ্যমে ১০ ক্যাটাগরির ৪৯ (উনপঞ্চাশ) টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া যায়। উক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ২৫ ধারার নির্দেশনামতে ৯ম ও ১০ম (১ম ও ২য় শ্রেণি) এবং ১১ থেকে ২০ গ্রেডের (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) জন্য নিয়োগ, পদোন্নতি সংক্রান্ত ০২টি বাছাই কমিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ২৫ ধারার চেয়ারম্যানের বিশেষ ক্ষমতা অংশে "এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের বিধানাবলীর সাথে অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে চেয়ারম্যান যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারিবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্ত পরবর্তী সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে" মর্মে উল্লেখ রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে কমিটি দুটির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে।

সভার সভাপতিসহ উপস্থিত সকল সদস্য নিয়োগ, পদোন্নতি সংক্রান্ত বাছাই কমিটি ০২টির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদানের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ৯ম ও ১০ম গ্রেড (১ম ও ২য় শ্রেণি) এবং ১১ থেকে ২০ গ্রেডের (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি ০২টির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হলো।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

১২। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের একটি নিজস্ব লোগো অনুমোদন:

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সভায় অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব কোন লোগো নেই। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৭ তম বোর্ড সভায় "বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর একটি নিজস্ব মনোগ্রাম অনুমোদন" এর বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনান্তে "পেশাদার নক্সাকারের সহায়তায় বোর্ডের কার্যক্রমকে প্রতিফলিত করে এরকম মনোগ্রাম প্রস্তুত করে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"। এরই ধারাবাহিকতায় বোর্ডের কার্যক্রমকে প্রতিফলিত করে এমন নিজস্ব লোগো প্রস্তুত করা হয়েছে। বোর্ড সভায় লোগোর নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জন্য প্রস্তুতকৃত লোগো সভায় পর্যালোচনা করা হয়। প্রস্তুতকৃত লোগো অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক বোর্ডের সামগ্রিক কার্যক্রমকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে এরুপ একটি স্মার্ট লোগো প্রস্তুত করার প্রয়োজনীতা রয়েছে মর্মে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:
পেশাদার নক্সাকারের সহযোগিতা গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রমকে প্রতিফলিত করে এমনভাবে একটি লোগো প্রস্তুত করতে হবে।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

১৩। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে বীমা সেবার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অধীনে একটি বীমা কোম্পানি গঠন:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টার নির্দেশনার ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) সরকারি কর্মচারীদের জন্য একটি যৌথবীমার প্রস্তাব তৈরি করে। প্রস্তাবটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট Thematic Group এ আলোচিত হয় এবং এ প্রস্তাবের উপর Thematic Group এর মতামতসহ ১২/০১/২০১৬ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে ২৭/০১/২০১৬ তারিখ এ বিষয়ে কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মতামত চাওয়া হলে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক মতামত প্রস্তুত করে ০৫/০৪/২০১৬ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

২০১৮ সালে জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারদের সম্মেলনে মুক্ত আলোচনায় সরকারি কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবীমার আওতায় আনার বিষয়টি উত্থাপিত হয়। তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্যবীমা চালুর বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে বলেন, সরকারি কর্মচারীরা ক্যানসারসহ নানা মরণঘাতি রোগের চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে সর্বস্ব হারায়, অনেক সময় বিভিন্ন সংস্থার দ্বারস্থ হতে হয়। স্বাস্থ্যবীমা চালু হলে পরিবারগুলো এ থেকে পরিত্রাণ পাবে।

পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়-এ সভা করা হয়। সভার পাশাপাশি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর প্রতিনিধিগণ জীবন বীমা কর্পোরেশন, সাধারণ বীমা কর্পোরেশনসহ অন্যান্য বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং সরকারি চাকরিজীবীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিবারের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি না করে চাকরিজীবী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য উন্নত বিশ্বের মতো স্বাস্থ্যবীমা চালু করা প্রয়োজন। সর্বশেষ ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক জীবন বীমা কর্পোরেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে জীবন বীমা কর্পোরেশন (জীবীক) হতে নিম্নবর্ণিত ০৩ (তিন) ধরনের প্রস্তাব পাওয়া যায়:

গ্রুপ স্বাস্থ্য বীমা (প্লাটিনাম)				
কাভারেজ	কাভারেজ এমাউন্ট	প্রিমিয়াম		
		১ জন সদস্য	৪ জন সদস্য	৬ জন সদস্য
১. আইপিডি (ইন পেসান্ট ডিপার্টমেন্ট)	৩০০০০০	৩০০০	৭৫০০	১৩৫০০
২. ওপিডি (আউট পেসান্ট ডিপার্টমেন্ট)	৩০০০০	৩০০০	৭৫০০	১৩৫০০
৩. মৃত্যুজনিত সুবিধা	১০০০০০০	৪৫০০	৪৫০০	৪৫০০
৪.অক্ষমতা সুবিধা	৫০০০০০	৪৫০	৪৫০	৪৫০
বাৎসরিক মোট প্রিমিয়াম		**১০৯৫০**	**১৯৯৫০**	**৩১৯৫০**
মাসিক মোট প্রিমিয়াম		**৯১৩**	**১৬৬৩**	**২৬৬৩**
গ্রুপ স্বাস্থ্য বীমা (গোল্ড)				
কাভারেজ	কাভারেজ এমাউন্ট	প্রিমিয়াম		
		১ জন সদস্য	৪ জন সদস্য	৬ জন সদস্য
১. আইপিডি (ইন পেসান্ট ডিপার্টমেন্ট)	২০০০০০	২০০০	৫০০০	৯০০০
২. ওপিডি (আউট পেসান্ট ডিপার্টমেন্ট)	২০০০০	২০০০	৫০০০	৯০০০
৩. মৃত্যুজনিত সুবিধা	৭০০০০০	৩১৫০	৩১৫০	৩১৫০
৪.অক্ষমতা সুবিধা	৩৫০০০০	৩১৫	৩১৫	৩১৫
বাৎসরিক মোট প্রিমিয়াম		**৭৪৬৫**	**১৩৪৬৫**	**২১৪৬৫**
মাসিক মোট প্রিমিয়াম		**৬২২**	**১১২২**	**১৭৮৯**
গ্রুপ স্বাস্থ্য বীমা (সিলভার)				
কাভারেজ	কাভারেজ এমাউন্ট	প্রিমিয়াম		
		১ জন সদস্য	৪ জন সদস্য	৬ জন সদস্য
১. আইপিডি (ইন পেসান্ট ডিপার্টমেন্ট)	১০০০০০	১০০০	২৫০০	৪৫০০
২. ওপিডি (আউট পেসান্ট ডিপার্টমেন্ট)	১০০০০	১০০০	২৫০০	৪৫০০
৩. মৃত্যুজনিত সুবিধা	৫০০০০০	২২৫০	২২৫০	২২৫০
৪.অক্ষমতা সুবিধা	২৫০০০০	২২৫	২২৫	২২৫
বাৎসরিক মোট প্রিমিয়াম		**৪৪৭৫**	**৭৪৭৫**	**১১৪৭৫**
মাসিক মোট প্রিমিয়াম		**৩৭৩**	**৬২৩**	**৯৫৬**

মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, জীবন বীমা কর্পোরেশন হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে নিম্নবর্ণিত বিষয় পরিলক্ষিত হয়:

(ক) আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ (জীবন বীমা কর্পোরেশন কে পরিশোধ করতে হবে):

iBAS++ হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বর্তমান মোট কর্মচারীর সংখ্যা ১১,৭৯,৫৬২ জন। বর্ণিত ৩ টি প্রস্তাবের বিষয়ে বাৎসরিক বীমা প্রিমিয়াম বাবদ জীবন বীমা কর্পোরেশন (জীবীক) কে পরিশোধ করতে হবে:

বীমার ধরণ	পরিশোধযোগ্য প্রিমিয়াম					
	১ জন সদস্যের প্রিমিয়াম		৪ জন সদস্যের প্রিমিয়াম		৬ জন সদস্যের প্রিমিয়াম	
	মাসিক একক প্রিমিয়াম	বাৎসরিক মোট প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)	মাসিক একক প্রিমিয়াম	বাৎসরিক মোট প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)	মাসিক একক প্রিমিয়াম	বাৎসরিক মোট প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)
প্লাটিনাম	৯১৩/-	১,২৯৬	১,৬৬৩/-	২,৩৫২	২,৬৬৩/-	৩,৭৬৮
গোল্ড	৬২২/-	৮৭৬	১,১২২/-	১,৫৮৪	১,৭৮৯/-	২,৫৩২
সিলভার	৩৭৩/-	৫২৮	৬২৩/-	৮৮৮	৯৫৬/-	১,৩৫৬

(খ) জীবন বীমা কর্পোরেশন হতে সম্ভাব্য প্রাপ্তির পরিমাণ: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে সর্বশেষ অর্থবছর (২০২১-২০২২) এ সাধারণ চিকিৎসা, জটিল রোগের চিকিৎসা এবং যৌথবীমা অনুদান বাবদ যে পরিমাণ উপকারভোগীকে সহয়তা প্রদান করা হয়েছে, সে সংখ্যা বিবেচনা করে জীবন বীমা কর্পোরেশন হতে সম্ভাব্য প্রাপ্তির পরিমাণ (একক ব্যক্তি বিবেচনায়):

সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কাভারেজের বিবরণ	পরিশোধযোগ্য প্রিমিয়াম			কাভারেজের টাকার পরিমাণ			কাভারেজের মোট টাকার পরিমাণ (টাকার অংক কোটিতে)		
		প্লাটিনাম	গোল্ড	সিলভার	প্লাটিনাম	গোল্ড	সিলভার	প্লাটিনাম	গোল্ড	সিলভার
২,৫০০ জন	আইপিডি	মাসিক ৯১৩/- বছরে ১০,৯৫০/-	মাসিক ৬২২/- বছরে ৭,৪৬৫/	মাসিক ৩৭৩/- বছরে ৪,৪৭৫/-	৩ লাখ	২ লাখ	১ লাখ	৭৫	৫০	২৫
২২,০০০ জন	ওপিডি				৩০ হাজার	২০ হাজার	১০ হাজার	৬৬	৪৪	২২
৪,০০০ জন	মৃত্যুজনিত সুবিধা				১০ লাখ	৭ লাখ	৫ লাখ	৪০০	২৮০	২০০
১০০ জন	অক্ষমতা সুবিধা				৫ লাখ	৩.৫ লাখ	২.৫ লাখ	৫	৩.৫	২.৫
	মোট=							৫৪৬	৩৭৭.৫	২৪৯.৫

(গ) তুলনামূলক বিবরণী:

বীমার ধরণ	জীবন বীমাকে ১ জন সদস্যের প্রিমিয়াম বাবদ বাৎসরিক পরিশোধিত মোট প্রিমিয়াম এর পরিমাণ (কোটি টাকায়)	০১ জন সদস্য বিবেচনায় জীবন বীমা কর্তৃক পরিশোধিত বাৎসরিক কাভারেজের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	০১ জন সদস্যকে জীবন বীমা কর্পোরেশনে বছরে অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হবে (কোটি টাকায়)
প্লাটিনাম	১,২৯৬	৫৪৬	(১,২৯৬-৫৪৬) =৭৫০
গোল্ড	৮৭৬	৩৭৭.৫	(৮৭৬-৩৭৭.৫) =৪৯৮.৫০
সিলভার	৫২৮	২৪৯.৫	(৫২৮-২৪৯.৫) =২৭৮.৫০

(ঘ) অর্থের সংস্থান:

বর্তমানে প্রজাতন্ত্রের অসামরিক কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ১১,৭৯,৫৬২ জন। উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিম্নবর্ণিত ০৩ (তিন) ক্যাটাগরিতে ভাগ করে বেতনের সাথে প্রদত্ত চিকিৎসা ভাতার ১,৫০০/- টাকা হতে বর্ণিত পরিমাণ টাকা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর অনুকূলে প্রদান করা যেতে পারে:

ক্যাটাগরি	গ্রেড	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	চিকিৎসা ভাতা হতে আদায়ের পরিমাণ	সম্ভাব্য প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ
ক্যাটাগরি- ১	গ্রেড ১ - গ্রেড ৫	২১,১১৬ জন	১,৫০০/-	৩৮,০০,৮৮,০০০/-
ক্যাটাগরি- ২	গ্রেড ৬ - গ্রেড ১০	২,৬৮,৭৫০ জন	১,০০০/-	৩২২,৫০,০০,০০০/-
ক্যাটাগরি- ৩	গ্রেড ১১ - গ্রেড ২০	৮,৮৯,৬৯৬ জন	৫০০/-	৫৩৩,৮১,৭৬,০০০/-
	মোট=	১১,৭৯,৫৬২ জন	মোট=	৮৯৪,৩২,৬৪,০০০/-

উল্লিখিত বর্ণনামতে ১-২০ গ্রেড পর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে আদায়কৃত টাকার পরিমাণ হবে ৮৯৪,৩২,৬৪,০০০/- (আটশত চুরানব্বই কোটি বত্রিশ লাখ চৌষট্টি হাজার) টাকা। উক্ত টাকা দিয়ে প্রিমিয়াম পরিশোধ করা সম্ভব হবে। জীবন বীমা কর্পোরেশন (জীবীক) কে ৮৯৪ (আটশত চুরানব্বই) কোটি টাকা পরিশোধ করা হলে প্রিমিয়াম বাবদ পাওয়া যাবে মাত্র ৩৭৮ (তিনশত আটাত্তর) কোটি টাকা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বছরে জীবন বীমা কর্পোরেশন এর নিকট অতিরিক্ত (৮৯৪ - ৩৭৮) =৫১৬ (পাঁচশত ষোল) কোটি টাকা থাকবে। কাজেই বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক একটি বীমা কোম্পানি গঠন করা গেলে উক্ত টাকা বোর্ডের ফান্ডে থাকবে যা সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অধিকতর কল্যাণে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (বিকেকেবি) আইন ২০০৪ এর ১৮ ধারায় "বোর্ড বীমা কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য জীবন বীমা করিতে পারিবে" মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত আইনের ১৯ ধারায় যৌথবীমা তহবিল গঠনসহ কর্মচারীদের জন্য যৌথবীমা তহবিলে প্রিমিয়াম প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। ধারা ১৯ এর উপধারা ৩ এ বলা আছে যে, "কর্মচারীদের জীবন বীমা করণের উদ্দেশ্য বীমা তহবিল হইতে সংশ্লিষ্ট বীমা কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয় প্রিমিয়াম এবং বীমা তহবিলের প্রয়োজনীয় ব্যয়

নির্বাহ করা যাইবে।'' অত্র আইনের ২০ ধারায় যৌথবীমা তহবিলে নির্ধারিত হারে প্রিমিয়াম প্রদান করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। ২১ ধারায় বীমাকৃত (insured) ব্যক্তিকে বীমার সুযোগ প্রদানের বিষয়টি সন্নিবেশিত রয়েছে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অত্র আইনে কর্মচারীদের জন্য যে সকল সুবিধাদি প্রদানের বিষয় রয়েছে তার মধ্যে বীমা সেবা অন্যতম। আইনের ১৮ ধারা অনুযায়ী বোর্ড কর্মচারীদের দুই প্রক্রিয়ার বীমা সুবিধা প্রদান করতে পারে, যথা: (১) বীমা কোম্পানির মাধ্যমে অথবা (২) প্রতিষ্ঠান নিজে। তাছাড়া অত্র আইনে প্রিমিয়াম গ্রহণ ও ক্ষতিপূরণের সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। জীবন বীমা সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে তা হল বীমা গ্রহণের ঝুঁকির অনুপাতে প্রিমিয়াম গ্রহণ করা হয়, বীমা গণিতজ্ঞের (Actuary) মাধ্যমে বীমা পরিকল্প (Product) প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বীমা দাবি পরিশোধ যাতে কোনভাবেই বাধাগ্রস্থ না হয় সে জন্য পুন:বীমা গ্রহণ করা হয় এবং গ্রাহকদের প্রদত্ত প্রিমিয়াম বীমাকৃত (insured) ব্যক্তিদের দায় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত কিনা তা সময়ে সময়ে যাচাই করার জন্য দায়মূল্যায়ন করা হয়। বীমা কোম্পানি বা পেশাদার বীমা প্রতিষ্ঠান যে প্রক্রিয়ায় বীমা সেবা প্রদান করে, সে একই প্রক্রিয়ায় বীমা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড স্বতন্ত্র বীমা প্রতিষ্ঠান খুলতে পারে।

বীমা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন পর্যাপ্ত কিনা তা যাচাই করে দেখা যায়, আইনের ৩২ ধারায় বলা আছে যে, ''সরকার সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে''। বীমা সুবিধা প্রদান করা এ আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য। অত্র আইনের ৬ (থ) ধারার নির্দেশনামতে বীমা কোম্পানি করার সুয়োগ থাকায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক একটি বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হলে তাতে আইনের কোন ব্যত্যয় হয়না। অন্যদিকে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হলে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে অন্যান্য বীমা কোম্পানি হতে অপেক্ষাকৃত কম প্রিমিয়াম আদায় করে বেশী সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে। অধিকিন্তু বীমা হতে লাভের অংশ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এতে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করবে। উল্লেখ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সরকারি কর্মচারিদের জন্য পৃথক বীমা চালু রয়েছে। তাছাড়া আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের অধীনে "আস্থা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড" নামে একটি বীমা রয়েছে। এ বীমা কোম্পানিতে স্বাস্থ্য বীমা সহ অন্যান্য বীমা পলিসি রয়েছে। উক্ত কোম্পানি সশস্ত্র বাহিনীর একটি প্রতিষ্ঠান যা, ২০২০ সাল হতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক বীমা কোম্পানি করা হলে নিম্নবর্ণিত সুবিধাসমূহ পাওয়া যাবে:

- সরকারের উপর সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সংশ্লিষ্ট আর্থিক চাপ হ্রাস পাবে;
- সরকারি কর্মচারিগণ সুপরিকল্পিত স্বাস্থ্য সেবা পাবে;
- সরকারি কর্মচারীদের সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে দেশের জনগনের একটি অংশ বীমা সেবা পাবে যা সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে;
- স্বাস্থ্য ভাতা বীমার প্রিমিয়ামে পরিণত হবে ফলে তা বিনিয়োগে রুপান্তরিত হবে;
- বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে কেননা সামর্থবান সরকারি কর্মচারিদের বিদেশে চিকিৎসা গ্রহনের মানসিকতা হ্রাস পাবে;
- ঝুঁকি সকলের মধ্যে বন্টন হবে এবং অপেক্ষাকৃত কম সমর্থবান সরকারি কর্মচারির চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের চাপ হ্রাস পাবে

বীমা চালু করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত পর্যালোচনা করতে হবে:

- ➢ সেবা গ্রহিতাদের কয়টি এবং কি কি ক্যাটাগরি থাকবে;
- ➢ ক্যাটাগরি অনুযায়ি প্রিমিয়াম কত হবে;
- ➢ নুন্যতম কত বছর প্রিমিয়াম প্রদান করতে হবে;
- ➢ সরকারের কন্ট্রিবিউশন কত হবে;
- ➢ সরকারি কর্মচারিদের পরিবারের কোন কোন সদস্য এই সেবার আওতায় থাকবে;
- ➢ কোন কোন রোগের চিকিৎসা পাওয়া যাবে;
- ➢ কোন কোন ডায়াগনস্টিক সেন্টার / ক্লিনিক / হাসপাতালে সেবা পাওয়া যাবে;
- ➢ বিদেশে বা নিজস্ব পছন্দের ডায়াগনস্টিক সেন্টার / ক্লিনিক / হাসপাতালে সেবা গ্রহনের ক্ষেত্রে কতটা আর্থিক সহায়তা পাবে;
- ➢ সরকারি কর্মচারিদের এই বীমার আওতায় আসাটা বাধ্যতামূলক নাকি ঐচ্ছিক।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ সুচারুভাবে পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ করতে হবে। বোর্ডের নিজস্ব বা সরকার বা উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে এই কাজটি সম্পন্ন করা যেতে পারে। বীমা কোম্পানি গঠনে আনুমানিক ৩ বছর সময় লাগতে পারে।

এ বিষয়ে সভাপতি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক স্বতন্ত্র বীমা কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু বীমা কোম্পানি গঠনের প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও অধিকতর পরীক্ষার দাবী রাখে। কাজেই বীমা কোম্পানি গঠনের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনীর জন্য গঠিত আস্থা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এর জন্য

যে দল বা ব্যক্তি কাজ করেছেন তাঁদের মতামত নেয়া যেতে পারে। তবে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক বীমা কোম্পানি গঠনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক স্বতন্ত্র বীমা কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব নীতিগত অনুমোদন করা হয়।

(২) বীমা কোম্পানি গঠনের লক্ষ্যে বীমা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগের অনুমোদন দেয়া হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

১৪। ২৪ নভেম্বর, ২০২২ এ অনুষ্ঠিত বোর্ড এর কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ অবহিতকরণ:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড প্রজাতন্ত্রের কর্মরত আনুমানিক ১২ লাখ এবং অবসরভোগরত আরও ৬ লাখসহ ১৮ লাখ সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গসহ প্রায় ৯০ লাখ মানুষের আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানসহ তৃণমূল পর্যায়ে অধিকতর কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড নিরলসভাবে কাজ করছে। অধিকন্তু বোর্ড হতে সরকারি কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অনুদান হিসেবে বিভিন্ন আর্থিক সহযোগিতার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বোর্ডের কার্যক্রম ও সেবা সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে অনেকেই যথাযথভাবে না জানার ফলে তাঁরা প্রাপ্য সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। অপরদিকে বোর্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে বোর্ডের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রণয়ন বিষয়ে ২৪ নভেম্বর, ২০২২ তারিখ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন, এমপি প্রধান অতিথি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠিত কর্মশালায় স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়। সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

<u>স্বল্প মেয়াদী সুপারিশ/ প্রস্তাবনা:</u>

১.	বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে একটি "বিভাগ (Division)" সমপর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো প্রদান
২.	কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বৃদ্ধি, মাসিক মূল বেতন হতে ১% হারে কর্তন, যেখানে সর্বোচ্চ সিলিং থাকবেনা।
৩.	**যৌথবীমার প্রিমিয়াম:** ১. যৌথবীমার প্রিমিয়াম বাবদ কর্মকর্তাদের মাসিক মূল বেতন হতে ০.৭০% হারে কর্তন, যেখানে সর্বোচ্চ সিলিং থাকবেনা; ২. ১৩-২০ গ্রেডের সকল কর্মচারীর যৌথবীমার প্রিমিয়ামের অর্থ (মাসিক মূল বেতন হতে ০.৭০% হারে) সরকারের রাজস্বখাত হতে কল্যাণ বোর্ডকে প্রদান।
৪.	**যৌথবীমা অনুদান** ১. কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে যৌথবীমার এককালীন অনুদান প্রদান; ২. যৌথবীমার এককালীন অনুদান ২ লাখ এর স্থলে ৪ লাখ টাকায় উন্নীতকরণ।
৫.	**শিক্ষাবৃত্তি:** ১. ১৩-২০ গ্রেডের কর্মচারীর সন্তানদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান; ২. সকল গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদেরকে মেধাবৃত্তি প্রদান;
৬.	**কল্যাণ অনুদান** ১. কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবার সর্বোর্চ্চ ১৫ বছর মাসিক কল্যাণ অনুদান প্রদান; ২. অক্ষমতাজনিত অবসরের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারী সর্বোর্চ্চ ১৫ বছর মাসিক কল্যাণ অনুদান প্রদান; ৩. কর্মচারীর যে সকল সন্তান নিউরোলজিক্যাল ডিজঅর্ডার, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী তাদেরকে আজীবন কল্যাণ ভাতা প্রদান।
৭.	কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ফিজিওথেরাপি প্রদানের জন্য ঢাকায় এবং বিভাগীয় শহরে ফিজিওথেরাপি সেন্টার স্থাপন।
৮.	**পরিবহণ সেবা:** ১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদানের জন্য পরিবহণ অবকাঠামো সম্প্রসারণ; ২. মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকাকালীন নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পরিবহণ ভাড়া অবলোপন; ৩. ই-টিকেট সফটওয়্যার প্রণয়ন।

৯.	সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করে বছরে ৪০ হাজারের স্থলে ১ লাখ টাকা নির্ধারণ।
১০.	দাফন অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করে - কর্মচারীর মৃত্যুতে ৫০,০০০/- টাকা এবং পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুতে ২৫,০০০/- টাকা নির্ধারণ।
১১.	বোর্ডের সকল সেবা সহজীকরণ এবং অটোমেশনের আওতাভুক্তকরণ।
১২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিবারের ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্তকরণ।
১৩.	বোর্ডের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ে Call Centre চালুকরণ।
১৪.	জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় কল্যাণ বোর্ডের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বিভাগীয় সমন্বয় সভায় কল্যাণ বোর্ডের পরিচালককে অন্তর্ভুক্তকরণ।
১৫.	দেশি-বিদেশী উৎস হতে অনুদান সংগ্রহের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ।
১৬.	সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর প্রশিক্ষণ কারিকুলামে কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম অন্তভুক্ত করা।
১৭.	বোর্ডের সকল ই-সেবার ক্ষেত্রে 'Single Sign-On (SSO)' System বাস্তবায়ন।
১৮.	**প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন।**
১৯.	প্রাধিকারপ্রাপ্ত পিআরএল ভোগরত কর্মকর্তাগণের জন্য **বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ** ব্যবহারের বিষয়ে **বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ।**
২০.	প্রাধিকারপ্রাপ্ত পিআরএল ভোগরত/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের অনুকূলে সার্কিট হাউজের কক্ষ বরাদ্দের বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সাথে পত্র যোগাযোগ।
২১.	**সরকারি কর্মচারীদের** অসুস্থতার সময় চিকিৎসা সেবা গ্রহণে/জরুরি কোন কাজে তাদের সাহায্য করার **জন্য** Care giver pool/ Attendent pool তৈরি।
২২.	**বোর্ডের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগের জনয প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি ও তথ্যসম্বলিত** Job Corner **তৈরি।**
২৩.	**বোর্ডের সেবাধর্মী কর্মকান্ড সম্প্রসারনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও বিভাগ/জেলা পর্যায়ে** অবসরপ্রাপ্ত **সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক গঠিত অবসর সমিতির সাথে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন।**
২৪.	**কল্যাণ বোর্ডের ওয়েবসাইটের বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্ণার তৈরি করে যথাযথ** কর্তৃপক্ষ **হতে তালিকা সংগ্রহপূর্বক বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা সরকারি চাকরিজীবী তাঁদের তালিকা আপলোড।**
২৫.	**মৃত্যুবরণকারী সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় কল্যাণ** বোর্ডের পক্ষ **থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন।**

মধ্যমেয়াদী সুপারিশ/ প্রস্তাবনা:

১.	সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের তথ্যসম্বলিত ডাটাবেইজ তৈরি।
২.	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বোর্ড পুনর্গঠন।
৩.	**জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা অনুদান:** ১. কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদান এবং অনুদান বৃদ্ধি করে ২ লাখ হতে ৪ লাখ টাকায় উন্নীতকরণ। ২. জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তকরণ। ৩. জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের তালিকায় থ্যালাসেমিয়া ও অগ্নিদগ্ধ রোগ অন্তর্ভূক্তকরণ।
৪.	কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি ও বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে অত্যাধুনিক সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা।
৫.	চাকরিজীবী কর্মচারীদের সন্তানদের পরিচর্যার জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে একটি ডে কেয়ার সেন্টার চালুকরণ।
৬.	১. কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের স্বল্প ব্যয়ে বিনোদনের পাশাপাশি আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম হিসেবে কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলাসহ দেশের পর্যটন এলাকাসমূহে আধুনিক রিসোর্ট/রেস্টহাউজ স্থাপন; ২. গুরুত্বপূর্ণ জেলায় বিনোদন কেন্দ্রগুলোর সাথে PPP এর মাধ্যমে Multipurpose Recreation Centre চালু করে স্বল্প খরচে বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৭.	জেলা পর্যায়ে মহিলা কর্মচারী ও সরকারি কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের হস্তশিল্প বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন।
৮.	সকল দপ্তরের তথ্য বাতায়নে "কল্যাণ বোর্ডের সেবাসমূহ" নামে একটি সেবাবক্স যুক্তকরণ/ সেবাসমূহের লিংক প্রদান।
৯.	সরকারি কর্মচারীদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালুকরণ।
১০.	বোর্ডের কল্যাণধর্মী কার্যক্রমের সাথে অবসরপ্রাপ্ত প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পৃক্তকরণ।
১১.	প্রত্যেক জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একজন ডাক্তার ও প্যারামেডিক্সের সমন্বয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিসপেনসারি) চালুকরণ।
১২.	বোর্ডের বিদ্যমান মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার এর পরিবর্তে আধুনিক বহুতল কল্যাণ ভবন নির্মাণ।

• কমিউনিটি সেন্টার	• কনফারেন্স সেন্টার	•ডরমিটরী/রেষ্টহাউজ	• সুপার শপ
• প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	• সুইমিং পুল	•ফুড জোন	• ফিজিক্যাল ফিটনেস সেন্টার
• কীডস স্পোর্টস জোন	• সিনেপ্লেক্স	• শপিং সেন্টার	• বিউটি পার্লার ও সেলুন

দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ/ প্রস্তাবনা:

১.	বোর্ডকে আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য অন্যান্য সংস্থার অনুরূপ কর্মচারী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা। • সকল সরকারি কর্মচারীর বেতন-ভাতা উক্ত ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ। • সরকারি কর্মচারীদের স্বল্প মুনাফায় ঋণ প্রদান ব্যবস্থা গ্রহণ। • বোর্ডের সকল অর্থ উক্ত ব্যাংকে জমাপূর্বক সেবাপ্রার্থীর অনুকুলে অনুদান প্রদান। • ১৩-২০ গ্রেডের সরকারি কর্মচারীদের সন্তানের চাকরির উদ্দেশ্যে বিদেশ যাওয়ার ব্যয় বাবদ সুদমুক্ত ঋণ ব্যবস্থা করা।
২.	**বীমা চালুকরণ** ১. বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড একটি নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে স্বাস্থ্যবীমা ও জীবন বীমার সুবিধা প্রদান ২. প্রত্যেক বিভাগ ও প্রান্তিক পর্যায়ে যৌথবীমার ক্ষেত্রে জীবনবীমা কর্পোরেশনের সাথে চুক্তিবদ্ধ গোষ্ঠীবীমা চালুকরণ
৩.	সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ও পুর্ণবাসন কেন্দ্র স্থাপন
৪.	প্রতিটি বিভাগে প্রবীন নিবাস প্রতিষ্ঠা করা।
৫.	বিভাগীয় পর্যায়ে উন্নতমানের আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল এবং কলেজ) প্রতিষ্ঠা করা।
৬.	১. বিভাগ/জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আবাসনের ব্যবস্থাকরণ। ২. কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে রেস্টহাউজ কাম ডরমেটরি নির্মাণ।

উক্ত কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ ইতিমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নির্দেশনামতে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ জেলা প্রশাসকবৃন্দের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকগণকে এ বিষয়ে স্ব স্ব জেলার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় সভা করে মতামত প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। জেলা প্রশাসকবৃন্দ হতে মতামত পাওয়ার পর তা একত্রিত করে সমন্বিত সুপারিশসমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে। বিষয়টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত:

(১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রাপ্ত স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশসমূহ বোর্ড কর্তৃক অবহিত করা হলো।

(২) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ নিয়ে জেলা প্রশাসকবৃন্দ স্ব স্ব জেলার সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে নিয়ে মতবিনিময় সভা করবেন।

(৩) জেলা প্রশাসকবৃন্দের মতামত পাওয়ার পর তা একত্রিত করে সমন্বিত সুপারিশসমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
(৩) জেলাপ্রশাসক (সকল)।

১৫। বিবিধ:

(ক) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে গাড়ি ভাড়া:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (প্রকল্প) গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (প্রকল্প) তরান্বিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সংযুক্তিতে সরকারের যুগ্মসচিব, উপসচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাবৃন্দকে পদায়ন করা হয়েছে। এছাড়া বোর্ডের সেবার পরিধি বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম তরান্বিত করা ও বোর্ডের স্বাভাবিক কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার নিমিত্ত কর্মকর্তাদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অফিসে যাতায়াতের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে বোর্ডের পরিবহণ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়তার তুলনায় অপ্রতুল। অন্যদিকে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে আরো কর্মকর্তা পদায়নের সম্ভবনা রয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০২ টি গাড়ি ভাড়া করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০২ (দুই) টি গাড়ি ভাড়া করার অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(খ) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০২ জন পরিচ্ছন্ন কর্মী নিয়োগ:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রধান কার্যালয়ের জন্য ০১ টি মাত্র পরিচ্ছন্নতাকর্মীর পদ রয়েছে। ০১ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর পক্ষে বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের যাবতীয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ সম্পাদন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। ফলে সার্বক্ষণিকভাবে প্রধান কার্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা দূরহ হয়ে পড়েছে। এতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাভাবিক কর্ম পরিবেশে বিঘ্নতার সৃষ্টি হচ্ছে। সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর ০১টি মাত্র পদ থাকায় প্রয়োজন থাকা সত্বেও পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। সার্বিক বিবেচনায় আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ০২জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় অবহিত করেন যে, শূন্য পদ না থাকলে আউটসোর্সিং এর সুযোগ নেই। তবে বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়ে শূন্য পদ থাকলে প্রয়োজনানুসারে পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ দিয়ে প্রদান কার্যালয়ে পদায়ন করা যেতে পারে। একই সাথে তিনি উল্লেখ করেন যে বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর পদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত

(১) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিভাগীয় কর্যালয়, খুলনা ও সিলেটের ০২ টি শূন্য পদে ০২ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ করে প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় পদায়নের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(২) প্রধান কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদের সংখ্যা প্রয়োজনানুসারে বৃদ্ধি করতে হবে।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

১৬। বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০২/০৬/২০২০

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দীন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।